নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চাননের হাতি



পঞ্চাননের হাতি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা-সাত

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর
ধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি
সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১, ১৩৭৫
সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৬৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ
পৌষ ৭, ১৩৭৮
ডিসেম্বর ২৩, ১৯৭১

তৃতীয় মুদ্রণ
মাঘ ২২, ১৩৮২
ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯৭৬

চতুর্থ মুদ্রণ
আষাঢ় ৩০, ১৩৯৫
জুলাই ১৫, ১৯৮৮

॥ সাত টাকা ॥

॥ ১ ॥

পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের তিন কুলে আর কেউ ছিল না—শুধু আট বছরের একটি ফুটফুটে নাত্‌নি ছাড়া। সে নাত্‌নিও তাঁর কাছে থাকে না, থাকে তাঁর ঠাকুর্দা ত্রিলোচন চক্রবর্তীর বাড়িতে। অর্থাৎ পঞ্চানন হচ্ছেন নাত্‌নির দাদু।

পঞ্চাননের বাপ-মা তো সেই কবে মারা গেছেন—সে তো তিন যুগ আগে। ভাই-বোন বলতেও কেউ ছিল না। স্ত্রী মারা গেলেন বছর দশেকের একটি মেয়েকে রেখে। পঞ্চানন সেই মেয়েটিকে বড়ো করলেন, অনেক খুঁজে পেতে তিনখানা গাঁয়ের পরে ত্রিলোচন চক্রবর্তীর একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। ছেলেটির নাম নিতাই, খুব ভালো ছেলে—বি-এ পাশ করে কী সব ব্যবসা-ট্যাবসা করত। মেয়েটাকে সুখী দেখে পঞ্চাননের আনন্দের সীমা রইল না।

কিন্তু বরাত আর কাকে বলে!

নাত্‌নি রুণ্‌কু—যার ভালো নাম স্বাতী—তার যখন তিন বছর বয়েস, তখন দু-দিনের সামান্য একটু অসুখেই তার মা চোখ বুজল চিরকালের মতো। শোকে দুঃখে একেবারে পাথর হয়ে গেলেন পঞ্চানন। পঁয়তাল্লিশ বছরেই তিনি যেন ষাট বছরের বুড়ো হয়ে গেলেন।

তারপর আরো পাঁচটা বছর পার হল।

মেয়ের মৃত্যুর পর আর বেয়াই-বাড়ি যান নি পঞ্চানন—একবারের জন্যেও না। মা-মরা নাত্‌নিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন কী করে? ত্রিলোচন চিঠি লিখেছেন, 'বেয়াই, একটিবার অন্ততঃ আসুন', জামাই নিতাই দু-তিন বার এসে ঘুরেও গেছে। পঞ্চানন যান নি—যেতেই পারেন নি।

এর মধ্যে অবশ্য ত্রিলোচন চক্রবর্তী অবস্থা পাল্‌টে ফেলেছেন। ব্যবসার বুদ্ধি তাঁর ছিলই, নিতাইয়ের মাথাটা খুব সাফ, এই সাত আট বছরের ভেতরে বাপ-ছেলেতে মিলে অনেক টাকা রোজগার করেছেন। ছিলেন সাধারণ গেরস্ত, হয়েছেন পেল্লায় বড়লোক। মস্ত তিন তলা বাড়ি করেছেন, অনেক জমি-জমা পুকুর-বাগান এই সব হয়েছে—এমন কি একখানা মোটর গাড়ি পর্যন্ত কেনা হয়েছে। সেই গাড়িতে চড়ে—তার ভোঁপ-ভোঁপ আওয়াজে গাঁয়ের গোরু-মোষকে চমকে দিয়ে নিতাই মধ্যে মধ্যে ব্যবসার খাতিরে শহরে যায়।

পঞ্চাননের মনে আর একটা বাধা এইখানেই। তিনি গরিব মানুষ, পুরুতগিরি করে খান, সামান্য জমি থেকে যা ধান-টান আসে, তাতে একলা মানুষের কষ্টে সৃষ্টে চলে যায়। রামের মা বলে গাঁয়ের একটি অনাথা দূর সম্পর্কের বিধবা আত্মীয় আছে, সে-ই এসে তাঁকে দু-বেলা দুটো রেঁধে দেয়।

তাঁর নাত্‌নি বড়ো লোকের আদরের দুলালী। ঠাকুর্দার চোখের মণি—বাপ তার জন্যে পাগল, ঝি চাকরে তাকে সব সময় আগলে রাখে। তায় দু-বছর হল নিতাই তাকে কলকাতার কোন্ সাহেবী স্কুলে নিয়ে গিয়ে পড়াচ্ছে। নিতান্তই গেঁয়ো পুরুত ঠাকুর পঞ্চানন মুখুজ্জেকে সে কি আর চিনতে পারবে? এক আধবার ভেবেছেন—দু-চারদিনের জন্যে রুণ্‌কুকে কাছে

এনে রাখবেন, কিন্তু তাঁর এই মাটির দাওয়া আর এই টিনের ঘর—এখানে এসে কি সে থাকতে পারবে? যে রাজভোগ খায়, মোটা চালের ভাত আর শাক-তরকারি কি তার মুখে রুচবে?

এই সব ভেবেই পঞ্চানন এতদিন চুপ করে ছিলেন, এমন সময় একদিন একখানা ছোট্ট চিঠি এল তাঁর নামে। ছেলেমানুষি কাঁচা অক্ষরে লেখা।

'দাদু, আমি গরমের ছুটিতে কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। তুমি কেন আমার কাছে আসছো না? প্রণাম নিয়ো। রুণ্কু।'

চিঠিটা পড়ে পঞ্চাননের চোখে জল এল। তিন বছর বয়সের যে ফুট্‌ফুটে নাত্‌নিটিকে দেখে এসেছিলেন শেষবার, তাকে যেন নতুন করে আবার দেখতে পেলেন। এক মাথা কোঁকড়া চুল, দুষ্টুমিভরা বড়ো বড়ো চোখ আর সেই চোখের কাজল গালেমুখে একাকার। পঞ্চানন এতদিন পরেও যেন তার আধো-আধো গলার ডাক শুনতে পেলেন, দাদু—দাদু!

যে মেয়েটি তাকে দু বেলা রেঁধে-বেড়ে দেয়, সে বললে, 'তা যাও না দাদা, নাত্‌নিকে দেখেই এসো না এবারে। নিজের হাতে চিঠি লিখে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে।'

চোখের জল মুছে পঞ্চানন বললেন, 'কিন্তু নাত্‌নিকে দেখলে যে আমার মেয়েটার কথা মনে পড়বে!'

'সে জন্যে দুঃখ করে আর কী হবে, দাদা! যে যায় সে তো আর ফিরে আসে না। তাই বলে নাত্‌নিকে তুমি ভুলে থাকবে?'

'তার ওপরে তারা এখন মস্ত বড়লোক'—

'তারা বড়লোক তো কী হয়েছে! নাত্‌নি তো তোমার।'

অনেক ভেবে-চিন্তে পঞ্চানন ঠিক করলেন, যাবেন এবারে নাত্নিকে দেখতে। যদি আসতে চায়, নিয়েও আসবেন দু-চার দিনের জন্যে। হোক বড়লোকের মেয়ে—গরিব দাদুর ঘরে শাক-পাতা যা জোটে তাই খাবে পেট ভরে।

রওনা হবার দিন পঞ্চানন দেখলেন, রামের মা এক কাণ্ড করে বসে আছে। মুখ বাঁধা দুটো মস্ত মস্ত হাঁড়ি তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরী।

'আরে, এ কিসের হাঁড়ি? কী আছে এতে?'

'কুটুম বাড়ি যাবে দাদা, খালি-হাতে যাওয়াটা কি ভালো দেখায়? নারকোলের নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া, মুড়কি—'

'ওরা বড়লোক, এ সব খাবে?'

'বড়লোকে কি সোনা খায়?—রামের মা রাগ করে বললে, 'খুব খাবে, তরিবৎ করে খাবে। তুমি নিয়েই যাও না।'

'কিন্তু চার ক্রোশ রাস্তা, পায়ে হেঁটে যাব, সঙ্গে ছাতা থাকবে, ব্যাগ থাকবে। তায় এত বড়ো দুটো বাঘা হাঁড়ি, নেব কী করে?'

'তুমি নেবে কেন? এ-সব কি কেউ হাতে করে নিজে নিয়ে যায়? সঙ্গে তোমার পাইক যাবে।

'পাইক!'—পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়লেন: 'আমি কি মহাজন, না জমিদারের নায়েব? পাইক-বরকন্দাজ আমি পাবো কোথায়?

'এই তো আমি হাজির আছি দা-ঠাকুর!'

যেন ভূতের গলা শুনছেন, এমনি ভাবে চমকে ফিরে তাকালেন পঞ্চানন। দেখলেন, প্রায় হাত ছয়েক লম্বা রোগা কিট্‌কিটে এক তালঢ্যাঙা মূর্তি, গায়ের রঙ ভুষো কালির মতো কালো।



আমি দামু এজ্ঞে

সেই মূর্তির মাথায় এক হাত উঁচু এক পাগড়ি, হাতে বাঁশের লাঠি। রাত্তির বেলা মাঠে ঘাটে চেহারাখানা দেখলে অতি বড়ো সাহসীও 'বাবা গো' বলে টেনে দৌড় লাগাবে।

'আরে—কে এটা!'

'আমি দামু এজ্ঞে'—জ্যান্ত তালগাছ কান পর্যন্ত দাঁত ছড়িয়ে দিয়ে হাসল : 'আমায় চিনতে পারলেন না? আপনাদের দামু—সুদাম দাস।'

'চিনব কী করে—যা জগদ্দল পাগড়ি চাপিয়েছিস মাথায়! তার ওপরে ওই ঠ্যাঙা।'

'হিঁ-হিঁ'—দামু আরও খুশি হল : 'এজ্ঞে পাইক হয়ে যাচ্ছি যে আপনার। একটু সাজগোজ করে যাব না?'

'সে তো বুঝতেই পারছি'—পঞ্চানন ব্যাজার হয়ে গেলেন : 'তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব? তুই যে এক নম্বরের ভণ্ডুল রাম—কী করতে কী করে বসবি তার ঠিক নেই।'

'এজ্ঞে না, এখন আমি চালাক হয়ে গেছি'—দামু বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল : 'সঙ্গে নিয়েই দেখেন না আমাকে। কোনো গোলমাল যদি হয়, আমার কান ছিঁড়ে নেবেন।'

কান ছিঁড়তে বলছে, সেটা ভালো কথাই। কিন্তু বেঁটে-খাটো ধরনের মানুষ পঞ্চানন সে কান হাতে পাবে কী করে, সেটাই বুঝতে পারলেন না।

'সঙ্গে নিয়ে যাও দাদা'—রামের মা বললে, 'বোকা-সোকা আছে বটে, কিন্তু দামু ছেলে ভালো। এতটা পথ হেঁটে যাচ্ছ, সঙ্গে ভরসার মতো রইল। তারপর হাঁড়ি-টাঁড়িগুলোও নিয়ে যেতে পারবে। ওকে নিয়ে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, দেখে নিয়ো।'

তবু ভুরু-কুঁচকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন পঞ্চানন। সন্দেহ নেই, দামু মানুষ ভালো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, একটু বেশী রকমেই ভালো। তারও মা-বাপ নেই, আছে কেবল এক মাসি। সে মাসি লোকের বাড়ির কাজকর্ম করে, ধান-টান ভেনে দিয়ে কোনোমতে দিন চালায়। দামু সেই মাসির আদরেই আছে— নইলে এতদিনে তার যে কী হাল হত জোর করে সে কথা বলা শক্ত।

ছেলেটা দারুণ হাবা। একবার কে যেন বলেছিল, 'দেখে এলাম, আমড়া গাছতলায় তোর ডান কানটা পড়ে আছে'— তাই শুনে, নিজের কান পরখ না করেই, আধ মাইল দূরের আমড়াতলায় কান কুড়োতে ছুটেছিল দামু। আর একবার তার নিজের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, কে যেন তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলেছিল—তুই তো আর বাড়ি যেতে পারবি না তুই হারিয়ে গেছিস'—আর তাই শুনে পাক্কা দেড় ঘণ্টা দামু সেখানে দাঁড়িয়ে ঘ্যাং ঘ্যাং করে কেঁদেছিল ঃ 'ওগো—আমি কেমন করে বাড়ি যাব গো—আমি যে হারিয়ে গেছি—মাসি গো'—

তা এসব হল ছেলেবেলার ব্যাপার। এখন অবশ্য দামুর কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস হয়েছে, অতটা ক্যাব্‌লামিও আর নেই, কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিটা যে খুব পেকে উঠেছে তা-ও বলতে পারা যায় না। এখনো দামু যদি হাটে-বাজারে জিনিস কিনতে যায়— ধরো, সে দশ পয়সার কুমড়ো-ফালি আর আট পয়সার ঝিঙে কিনে দোকানিকে একটা আধুলি, মানে পঞ্চাশ পয়সা দিয়েছে— তা হলে দোকানি হয়তো এই ভাবে তাকে হিসেব বুঝিয়ে দেবে ঃ 'দশ পয়সা আর আট পয়সায় হল চব্বিশ পয়সা—তুমি দিয়েছ পঞ্চাশ—চব্বিশ আর বারোতে হল পঞ্চাশ—ঠিক তো? (দামু

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল—হ্যাঁ, হিসেব ঠিক আছে) তা হলে এই নাও বারো পয়সা ফেরত—আর দামু নাচতে নাচতে ওই বারো পয়সাই ফেরত নিয়ে আসবে।

এ হেন একটি সঙ্গীকে নিয়ে—পঞ্চানন ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

'দেরি করছ কেন দা-ঠাকুর, চলো'—দামুর উৎসাহী গলা শোনা গেল। পঞ্চানন চেয়ে দেখলেন, সেই জাঁদরেল পাগড়ির ওপরে দুটো বিরাট হাঁড়িকে চাপিয়ে নিয়েছে দামু—এক মাইল দূরে থেকেও বোধ হয় দেখা যাচ্ছে সেগুলো। বগলে নিয়েছে লাঠি, আর হাতে নিয়েছে ব্যাগটা।

'চলো দা-ঠাকুর—রোদ উঠে গেলে কষ্ট হবে রাস্তায়।'

'হাঁ রে, হাঁড়ি-টাড়ি ফেলে দিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করবি না তো শেষ তক ?'

'না দা-ঠাকুর, কক্ষনো ফেলব না—মা কালীর দিব্যি !'

'দুর্গা শ্রীহরি'—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পঞ্চানন : 'চল তা হলে, যাওয়াই যাক।'

॥ ২ ॥

চার ক্রোশ রাস্তা—মানে আগেকার হিসেবে আট মাইল। তোমরা যারা কলকাতার মতো বড়ো শহর-টহরে থাকো, তোমাদের তো এক কিলোমিটার হাঁটতেই হাঁফ ধরে, রিক্সা, কিংবা ট্যাক্সি আর নিদেন পক্ষে বাস না হলে চোখে প্রায় সর্ষের ফুল ফুটে ওঠে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মানুষের পক্ষে ও-রকম দশ-বারো

মাইল রাস্তা কিচ্ছু নয়—বড়ো বড়ো পা ফেলে দেখতে দেখতে পার হয়ে যায়।

তবু, পঞ্চাননের তো বয়েস হয়েছে—একটু ধীরে ধীরেই যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু দামুর আর তর সয় না। একে তো ঠাকুর মশাইয়ের পাইক সেজেছে, তার ওপর মাথায় ওই পেল্লায় পাগড়ি আর হাতে ওই জাঁদরেল লাঠি—হাঁড়ি-ফাঁড়ি শুদ্ধ সে প্রায় পঞ্জাব মেলের মতো চলতে লাগল। আর পঞ্চানন মধ্যে মধ্যে কাতর হয়ে ডাকতে লাগলেন, 'একটু ধীরে-সুস্থে যা বাপু, সব ফেলে-টেলে দিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করবি নাকি?'

কেলেঙ্কারী প্রায় হতেই যাচ্ছিল আর কি!

এখন, দেশশুদ্ধু লোক সবাই-ই তো দামুকে চেনে। ওই তালঢ্যাঙা চেহারা, নিপাট বোকামি, কান হারানোর গল্প—সব মিলে দামু দস্তুরমতো বিখ্যাত লোক। তার ওপর তার আজকের সাজগোজ—প্রকাণ্ড পাগড়ির ওপর জগদ্দল হাঁড়ি—এই সমস্ত দেখে শুনে ছেলেপুলের দল চমকে গেল। দামুর সামনে এসে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল তারা।

'ও দামু, তোর মাথায় কী?'

প্রথমটায় দামুর খুব অহঙ্কার হল।

'দেখতেই পাচ্ছিস পাগড়ি।'

'পাগড়ীর ওপরে ও কী?'

'হাঁড়ি—হাঁড়ি।' দামু দাঁত বের করে বললে, 'কোথাকার নিরেট গাধারে সব, হাঁড়ি চিনিসনে?'

'হাঁড়িতে কী আছে রে দামু?'

'হাঁড়িতে আবার কী থাকে? চিঁড়ের মোয়া, নারকোলের নাড়ু, ছানার মুড়কি—এই সব আছে।'

ছেলের দল তাই শুনে আরো ঘন হয়ে এল।

'দুটো দে না ভাই দামু, আমরা খাই।'

ব্যস, আর যায় কোথায়! তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠল দামু।

'আস্পর্ধা তো কম নয়! ঠাকুর মশাই তত্ত্ব নিয়ে যাচ্ছেন কুটুমবাড়ি—আর তাই খেতে দেব তোদের! পথ ছেড়ে দে বলছি শিগগির—'

'ও দামু, দুটো নাড়ু-মুড়কি দে দামু—' ছেলের দল মজা পেয়ে একসঙ্গে কোরাস ধরল।

'নোলা কেটে দেব তোদের।'—দামু চীৎকার ছাড়ল ঃ 'পথ ছাড় শিগগির—যেতে দে—'

'দুটো মোয়া দিয়ে যা দামু—দামু রে দামু—'

পথ তো ছাড়লই না, পেছন থেকে এসে আবার দামুকে কুট করে চিমটিও কেটে দিল একটা।

এরপরে কারো মেজাজ আর ঠিক থাকে—মানে থাকতে পারে কখনো? দামু বোঁ করে এক পাক ঘুরে গেল। হাঁফ ছাড়ল—'হারে-রে-রে'—তারপর ছেলের দলকে তাড়া করতে গেল।

এর পরে যা ঘটতে যাচ্ছিল সে তো বুঝতেই পারছ। হাঁড়ি আছড়ে পড়ত মাথা থেকে, তারপর ছেলের দলের পোয়া বারো। কিন্তু সেই সময় এসে পড়লেন পঞ্চানন।

এসে পড়লেন ছুটতে ছুটতেই। দূর থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন।

'এই দামু—কী হচ্ছে—এই—এই—

'দ্যাখেন না ঠাকুর মশাই, এই বাঁদরগুলো বলছে—ও দামু আমাদের নাড়ু মুড়ি খেতে দে।'

পঞ্চাননকে দেখে ছেলের দল ছিটকে গিয়েছিল। দূর থেকে তারা চ্যাঁচাতে লাগল : 'দামু রে দামু—'

কে আবার বাঙাল ভাষায় কবিতা মিলিয়ে বললে, 'মোয়া দে খামু—'

দামু তাদের তেড়ে যায় আর কি! 'খাওয়াচ্ছি মোয়া—দাঁড়া —দাঁড়া—'

পেছন থেকে খপাৎ করে পঞ্চানন চেপে ধরলেন তাকে। বললেন 'সর্বনাশ করেছে রে, সব যাবে! ওরে দোহাই তোর, ওদের আর তাড়া করতে হবে না, ভালোয় ভালোয় তোকে নিয়ে পৌঁছতে পারলে এখন বাঁচি।'

'একবার ছেড়ে দেন কর্তা'—দামু তবুও তড়পাতে লাগল : 'হাতে এই রামলাঠি রয়েছে, কটা বাঁদরকে পিটিয়ে ঢিট করে দিয়ে আসি।'

'আর ঢিট করতে হবে না বাপু, এতেই যথেষ্ট। নে—চল্ চল্—'

গোঁ গোঁ করে দামু এগিয়ে চলল। আর পেছন থেকে শোনা যেতে লাগল : 'দামু রে দামু—'

'শুনছেন?'

পঞ্চানন বললেন, 'শুনছি। তাতে আর কী হয়েছে, গায়ে তো ফোস্কা পড়ছে না। পা চালা—পা চালা। কিন্তু এবারে বাপু আমি আর সঙ্গ ছাড়ছি নি। লম্বা ঠ্যাং দুটোকে একটু সামলাও, নইলে দুজনেই বেঘোরে মারা পড়ব।'

পথে আর অঘটন কিছু ঘটল না। একবার কেবল একটা পুকুরঘাটে হাঁড়ি নামিয়ে যখন জল খেতে গিয়েছিল দামু, তখন ক'টা মাছি এসে হাঁড়ির ওপর উড়ে বসছিল আর দামু উপেন্দ্র-

কিশোরের সেই 'সাতমার পালোয়ান' কানাইয়ের মতো লাঠি হাঁকড়ে সবশুদ্ধু সাবাড়ের জো করেছিল। কিন্তু পঞ্চানন তক্কে তক্কে ছিলেন, ধাঁ করে সে-যাত্রা লাঠিটা কেড়ে নিলেন।

তারপর দুজনে বেয়াই বাড়ি গিয়ে পেঁছুলেন।

ত্রিলোচন চক্রবর্তীর মস্ত বাড়ি, অনেক টাকা, গরিব পঞ্চাননের তো দেউড়ির সামনে গিয়ে পা আর উঠতেই চায় না। কিন্তু ত্রিলোচন বসেছিলেন বাইরের বৈঠকখানায়, ধান-চালের হিসেব করছিলেন, তিনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন।

'আরে বেয়াই মশাই যে! কী ভাগ্যি—কী ভাগ্যি! এ্যাদ্দিনে পায়ের ধুলো পড়ল!'

'এজ্ঞে তা ধুলো বই কি! চার ক্রোশ রাস্তার ধুলো।'—এক কাঠা দাঁত বের করে দামু বুদ্ধিমানের মতো জবাব দিলে।

পঞ্চানন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'থাম তুই, মেলা বকিসনি।'

ত্রিলোচনও ততক্ষণে দামুকে দেখেছেন, তার পাগড়ি, হাঁড়ি, লাঠিশুদ্ধু সেই বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখে হাঁ হয়ে গেছেন। রাতের অন্ধকারে এটিকে দেখলে তিনি 'বাবা গো' বলে ছুটে পালাতেন।

ঘাবড়ে ত্রিলোচন বললেন, 'বেয়াই, এটি—'

'আমাদের গাঁয়ের ছেলে। জিনিসপত্র বয়ে সঙ্গে এসেছে। নাম দামু! ওরে দামু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হাঁড়ি-টাড়িগুলো নামা—'

'এজ্ঞে নামাই—' বলেই দামু হাঁড়ি দুটো ধপাৎ করে ত্রিলোচনের একেবারে পায়ের ওপর নামিয়ে ফেলল। 'উঃ—'বলে ত্রিলোচন লাফিয়ে উঠলেন।

পঞ্চানন বললেন, 'কিরে, হাঁড়ি দুটো একেবারে পায়ের ওপর ফেলে দিলি ? একটা আক্কেল-বিবেচনা বলেও কিছু নেই ? তোর মতো গো-মুখ্যুকে সঙ্গে আনাই—'

পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বাধা দিলেন ত্রিলোচন ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার লাগে নি। যাও হে দামু, বসে বিশ্রাম-টিশ্রাম করো। ওরে—কে আছিস, হাঁড়ি দুটো ভেতরে নিয়ে যা।'

'এঃ হে, আপনাকে পেন্নাম করতেই ভুলে গেনু—'বলে দামু এবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে ত্রিলোচনের পায়ে। যেখানে হাঁড়ি নামিয়েছিল, সেই ব্যথার জায়গাতেই ঠকাস করে ঠুকে দিলে মাথাটা।

ত্রিলোচন একবার বললেন, 'ইঃ'—তারপর বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো। এবার ভেতরে যাও।'

বড়লোক বেয়াই বাড়ির আদর-যত্নে পঞ্চানন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। মরা মেয়েটার কথা মনে হয়ে চোখে জল আসছিল, কিন্তু ফুটফুটে নাত্‌নিটিকে বুকে নিয়ে সব দুঃখ তিনি ভুলে গেলেন। আরো অনেক মিষ্টি হয়েছে রুণ্‌কু—অনেক সুন্দর হয়েছে। টক টক করে কথা বলে, কলকাতার গল্প, তার স্কুলের গল্প, মেমসায়েব দিদিমণির গল্প। তারপর আবার কতগুলো ইংরেজি ছড়াও শুনিয়ে দিলে দাদুকে। পঞ্চানন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আর বার বার মনে মনে বলতে লাগলেন, 'বেঁচে থাক দিদি, সুখে থাক।'

কিন্তু ত্রিলোচনের এই আদরের নাত্‌নিকে তিনি কী করে নিয়ে যান তাঁর ভাঙা কুঁড়ে ঘরে ? রামের মা ভরসা দিয়েছে বটে, কিন্তু পঞ্চানন মনে জোর পাচ্ছিলেন না। যাই হোক,

আজকের দিনটা তো যাক। ভেবে-চিন্তে কাল যা হয় করা যাবে।

তার আগেই দামু একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

দামুকে দেখে রুণ্‌কুর ভালো লাগবে এ তো জানা কথা। আর কুটুমবাড়ি এসে, বেশ করে অনেকগুলো লুচি-মণ্ডা খেয়ে দামুরও মেজাজ খোলতাই হয়ে গিয়েছিল, এ-সব ভালো জিনিস তো আর যখন-তখন তার বরাতে জোটে না! সে রুণ্‌কুকে নিয়ে গল্প জমিয়ে বসল।

'জানো দিদি, এবারে আমরা তোমায় নিয়ে যাব।'

রুণ্‌কু খুশি হয়ে বললে, 'হুঁ, দাতুর বাড়িতে আমি বেড়াতে যাব এবার।'

'সেখানে রামের মা আছে। সে কত রান্না করে দেবে। আর আমি গাছ থেকে পাখি ধরে দেব তোমাকে।'

পাখি ধরে দেওয়ার কথায় রুণ্‌কুর আর উৎসাহের সীমা রইল না। সে বললে, 'সব পাখি ধরে দেবে?'

'সব। দোয়েল, কোকিল, শ্যামা, শালিক—যা চাও।'

রুণ্‌কু নেচে উঠল: 'কী মজা হবে, সব পাখি আমি খাঁচায় করে পুষব! কখন নিয়ে যাবে আমায়?'

'কাল। দাঁড়াও, আজ একটু ভালোমন্দ খেয়ে নিই, তোমার দাতু বড়ো বড়ো রুই মাছ ধরিয়েছে পুকুর থেকে, সেগুলো ভালো করে সাবাড় করি, তারপর।'

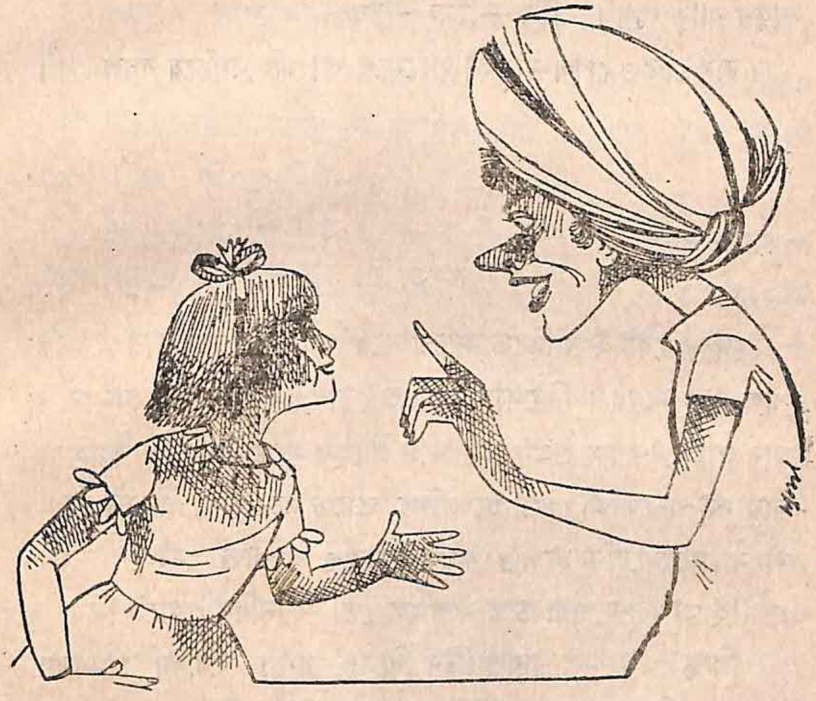
রুণ্‌কুর মন রুই মাছের দিকে ছিল না। সে আবার বললে, 'কিসে করে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'কেন, তোমাদের মটোর গাড়িতে? ভোঁপ-ভোঁপ করে চলে যাব।'

'দূর, মোটরে তো সব সময় চড়ি। মোটর ভালো লাগে না।'

'তা হলে গোরুর গাড়িতে চেপে ?'

'না—গোরুর গাড়িতে নয়।'



আলবাৎ আছে। কী নেই তোমার দাদুর ?

'তবে তো মুশকিল !'—দামু মাথা চুলকোতে লাগল : 'তা হলে কিসে যাবে ? পাল্‌কিতে ? ঘোড়ায় ? হাতিতে ?'

হাতি-ঘোড়া-পালকি এ সব বলবার জন্যেই বলেছিল, কিন্তু 'হাতি' শব্দটা টুক করে কানে লাগল রুণ্‌কুর।

'দাতুর হাতি আছে বুঝি ?'

দামু পেছানোর পাত্র নয়। বলে যখন ফেলেইছে, তখন আর হার মানা চলে না। বললে, 'আলবাৎ আছে। কী নেই তোমার দাতুর ? হাতি, ঘোড়া, গোরু, সব।'

রুণ্‌কু আবার নেচে উঠল : 'তা হলে আমি হাতি চেপেই দাতুর বাড়ি যাব। ঠিক—ঠিক—ঠিক—'

দামু টেরও পেল না, কী সর্বনেশে কাণ্ডটি বাধিয়ে বসল সে।

॥ ৩ ॥

তুদিন বেয়াই বাড়িতে আদর যত্নে তো খুব চমৎকার কেটে গেল পঞ্চাননের। ত্রিলোচন তাঁকে তো আর ছাড়তেই চান না। আর দামু যে-রকম উৎসাহের সঙ্গে মাছের মুড়ো, মাংসের কালিয়া আর দই রসগোল্লা খেয়ে চলেছিল, তাতে মনে হল, এখানে সারা জীবন থেকে যেতে হলেও তার এতটুকুও আপত্তি নেই! অমন এলাহি খাওয়া-দাওয়া তার কপালে তো কোনদিন জোটে নি!

কিন্তু গোলমাল বাধল তিন দিনের দিন। যেদিন পঞ্চানন রুণ্‌কুকে নিয়ে যাবেন, সেইদিন।

ত্রিলোচন বলেছিলেন, 'নিয়ে যাবেন বই কি, আপনাদেরই তো মেয়ে।' রুণ্‌কুও একেবারে তৈরি। তার ছোট্ট সুটকেশ, তার খেলনা, তার ছবির বই—সব ঠাকুরমা যত্ন করে গুছিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে বুড়ি ঝি সতু যাবে, সেও তাঁর পোঁটলা-পুঁট্‌লি বেঁধে নিয়েছে। ত্রিলোচনের দেউড়িতে মোটর গাড়িখানা এসে দাঁড়িয়েছে, পঞ্চানন 'তুর্গা-তুর্গা' এই সব বলে-টলে চটিজোড়া

পায়ে গলাতে যাচ্ছেন, দামুর মাথায় সেই দেড় হাত উঁচু পাগড়িটা প্রায় বাঁধা হয়ে গেছে, এমন সময়—

এমন সময় সেই বিপর্যয় কাণ্ড!

হঠাৎ রুণকুর এক আকাশ-ফাটানো চিৎকার: 'আমার হাতি কোথায়?'

হাতি! ব্যাপারটা গোড়াতে কেউ বুঝে উঠতে পারলেন না। ত্রিলোচন হেসে বললে, 'ওহো, দিদির বোধ হয় খেলনাটা নিতে ভুল হয়ে গেছে। ওরে কে আছিস, সেই তুলোর তৈরী গলায় ঘুঙুর বাঁধা লাল হাতিটা—!'

'না—লাল তুলোর হাতি না!'—রুণ্কু আবার চীৎকার করে জানালো: 'আমি তো বড়ো হয়ে গেছি, ও হাতি নিয়ে তো আমি আর খেলি না। আমার আসল জ্যান্ত হাতি কোথায়? সেই হাতিতে চেপেই তো আমি দাদুর বাড়ি যাব।'

'সে কি! হাতি কোথায় পাওয়া যাবে?'

'বা রে, দামু দাদা যে বললে আমাকে হাতিতে করে দাদুর বাড়িতে নিয়ে যাবে! কই দামু দাদা, হাতি কই আমার?'

দামু প্রমাদ গণল! ভাব-গতিক দেখে তার নিরেট মগজটাও একটু করে সাফ হতে আরম্ভ করেছিল। দামু বুঝতে পারল, কাজটা খুব কাঁচা হয়ে গেছে। বড়লোকের আদুরে নাত্নিকে হাতিমার্কা গল্প বলা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি।

দন্তবিকাশ করে, খানিকটা হেঁ হেঁ আওয়াজ তুলে, মাথা-টাথা চুলকে দামু বললে, 'এ হে-হে রুণ্কু দিদি, ও আমি একটু-খানি ঠাট্টা করেছিলুম। এবার না হয় মোটর গাড়ি চেপেই দাদুর বাড়ি চলো, তারপরে দেখেশুনে একটা দাঁতওলা পেল্লায় হাতি—'

আর বলতে হল না। রুণ্‌কু একেবারে সোজা বসে পড়ল ধুলোর ওপর। তারপর হাত-পা ছুড়ে শুরু হল তার দাপাদাপি—'মোটর গাড়ি ছাই, মোটর গাড়ি বিচ্ছিরি—আমাকে হাতি এনে দাও, এক্ষুনি এনে দাও—'

তার পরের ব্যাপার আর না বলাই ভালো। মা-মরা নাত্‌নিকে একটু বেশিই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন ত্রিলোচন, কিছুতেই তার জেদ ভাঙানো গেল না। ত্রিলোচন অনেক বোঝালেন, পঞ্চাননের বেয়ান এসে বিস্তর ভালো ভালো কথা শোনালেন, সদু ঝি অনেক মিষ্টি কথায় তাকে ভোলাতে চাইল, কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। শেষকালে ধুলোতে শুয়ে পড়ল রুণ্‌কু।

'হাতি কোথায় গেল—দাদুর হাতি? হাতি না হলে আমি যাব না।'

তেতো-বিরক্ত হয়ে শেষে রুণ্‌কুর বাবা যখন মেয়েকে মারবার জন্যে একটা চড় তুলেছে, তখন পঞ্চানন এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'থাক বেয়াই, এ-ভাবে জোর করে নিয়ে গিয়ে তো কোনো লাভ নেই। তার চাইতে এখন থাকুক—একটু ভুলুক, ঠাণ্ডা হোক, তারপর না হয়—'

ত্রিলোচন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'সেইটেই ভালো কথা। আপনি আরো দুটো দিন থাকুন বেয়াই, আমি এর ভেতরে মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব।'

চোখে জল আসছিল, পঞ্চানন সামলে নিলেন। ম্লান হেসে বললেন, 'না বেয়াই, আমার আর থাকবার জো নেই—বাড়িতে রামের মা একা রয়েছে। যখন সুবিধে হয়, আপনি পাঠিয়ে দেবেন। আমি বরং আজ আসি, আপনারা ততক্ষণ রুণ্‌কুকে শান্ত করুন।'

শান্ত যে সে সহজে হবে, এমন মনে হচ্ছিল না। সতু ঝি তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেও সমানে শোনা যাচ্ছিল তার কান্না আর ফোঁপানি ঃ 'হাতি কোথায়, হাতি ? দামু দাদা যে বলেছিল আমাকে হাতি—'

মাথার দেড় হাত উঁচু পাগড়িটা খুলে ফেলে, কোলের ওপর সেই মস্ত লাঠিখানা রেখে দামু কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে একটা কাঁটালতলায় বসেছিল। কি ভাবছিল, সে-ই জানে। এইবার তার দিকে একটা বজ্রদৃষ্টি ফেললেন পঞ্চানন।

'কি রে, যাবি আমার সঙ্গে ? না—হাতি জোগাড় করবি এখানে বসে বসে ?'

শুকনো গলায় দামু বললে, 'এজ্ঞে চলুন।'

পায়ে হেঁটে যেতে যতই সময় লাগুক, মোটরে আর কতটুকু রাস্তা ? ধুলো উড়িয়ে, ভঁক ভঁক করে হর্ন বাজিয়ে, দুপাশের গোরু তাড়িয়ে গাড়ি চলতে লাগল। পেছনের সীটে বসে পঞ্চাননের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। দামু মাথা নিচু করে বসেছিল ড্রাইভারের পাশে, জীবনে প্রথম মোটর গাড়িতে চাপতে পেরেও তারও মনে যে একটুও সুখ ছিল না, পঞ্চানন তা বুঝতে পারছিলেন।

হতভাগা—গো-মুখ্য কোথাকার !

কিন্তু রাগ করে আর কী হবে, ইচ্ছে করে তো আর বিপদ বাধায় নি। স্রেফ বুদ্ধির দোষেই এই কেলেঙ্কারিটা বাধিয়ে বসেছে। পঞ্চানন ভাবতে লাগলেন, সবই তাঁর কপালের দোষ। না হলে নিজের মেয়েটা এত সুখী হয়েও এমন অসময়ে মরেই বা যাবে কেন, আর নাত্‌নিটাই বা দামুর মতো গর্দভের কথায় বিশ্বাস করে এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে কেন ! তাঁর বরাতটাই

খারাপ, নাত্নিকে দু-দিনের জন্যে কাছে নিয়ে যাওয়াও তাঁর অদৃষ্টে লেখা নেই, তিনি আর কাকে দোষ দেবেন। রামের মা-র কথা ভেবে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল—সে বেচারী অনেক আশা করে রুণ্কুর জন্যে নারকোলের নাড়ু, রসবড়া, গঙ্গাজলী চিঁড়ের মোয়া—এই সব তৈরি করে বসে রয়েছে।

দামু চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে, বিষম ব্যাজার গলায় বললে, 'দাদাঠাকুর, আমি একটা আস্তো পাঁটা।'

পঞ্চাননের তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মুখে তিনি সে-কথা বলতে পারলেন না বরং দামুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাই করলেন একটু।—'তুই আর কী করবি, একটু বেশি গল্প করেছিলি বই তো নয়। সেইটে যে ও বিশ্বাস করে বসে থাকবে, তা তুই কেমন করে জানবি।'

'না দাদাঠাকুর, আমি একটা গাড়োল।'

'মনে দুঃখ করিসনি দামু, ভুল-টুল মানুষের হয়ই।'

'আমাকে যে সবাই বলে অকর্মার ধাড়ি আর পয়লা নম্বরের ভণ্ডুলরাম—সে একদম খাঁটি কথা।'

পঞ্চাননের মন আদৌ ভালো ছিল না, তার ওপরে দামুর এই সব খেদোক্তি শুনে এখন তাঁর বিরক্তি ধরে গেল। বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে বাপু, থাম। যা করেছিস, করেছিস, এখন আর ভ্যান ভ্যান করে আমাকে জ্বালাসনি।'

দামু আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গাড়িটা যখন গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল: 'ও ডেরাইভার সায়েব, গাড়িখানা একটু থামাও দিকিনি।'

পঞ্চানন বললেন, 'আবার কি হল, গাড়ি থামাতে হবে কেন?

'একটু কাজ আছে দাদাঠাকুর। কই গাড়ি থামালে না?'

মোটর থামল। আর থামতে না থামতেই লাঠি আর পাগড়ি নিয়ে গাড়ি থেকে প্রায় লাফিয়ে পড়ল দামু।

'পেন্নাম দাদাঠাকুর, আমি চললুম।'

পঞ্চানন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 'গ্রাম তো এখনো দু মাইল দূরে। এখানে নেমে তুই কোথায় যাচ্ছিস ?'

'গ্রামে যাব না দাদাঠাকুর। তোমার যে ক্ষেতি করেচি, তার প্রতিবিধেন না করে গাঁয়ে আর মুখ দেখাব না। রুণ্‌কু দিদির জন্যে হাতি খুঁজতে যাচ্ছি।'

রাগে আর বিরক্তিতে পঞ্চাননের আর মেজাজ ঠিক রইল না।

'হতভাগা—উল্লুক ! হাতি কি পাকা আমড়া যে গাছতলায় গেলেই কুড়িয়ে পাওয়া যায় ? শিগগির ওঠ্ বলছি গাড়িতে, এখন আমার মস্করা করবার সময় নয়।'

'মস্করা নয় দাদাঠাকুর, সত্যি বলচি। প্রিতিজ্ঞে করচি, হাতিতে চাপিয়ে দিদিকে আপনার কাছে নিয়ে আসব, নয় আর কোনোদিন গাঁয়েই ফিরব না। এই আমি চললুম।'

তারপরেই আর দেখতে হল না। সেই এক-একখানি হাত চারেক লম্বা ঠ্যাং ঝড়ের বেগে ফেলে ফেলে লাঠি আর পাগড়ি-শুদ্ধ্ তালগাছের মতো দামু পাশের মাঠে নেমে পড়ল, আর পঞ্চানন ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই বাবলা বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি করলেন পঞ্চানন। কিন্তু দামুর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সে ততক্ষণে মাইল দেড়েক পথ পাড়ি দিয়েছে।

ড্রাইভার বললে, 'আমি খুঁজতে যাব বাবু ?'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে পঞ্চানন বললেন, 'খুঁজে কী হবে ?

পেটে আগুন লাগলে আপনিই ফিরে আসবে এখন। হতচ্ছাড়া উজবুক কোথাকার! তুমি গাড়ি চালাও।'

॥ ৪ ॥

রাগে, দুঃখে, বিরক্তিতে একাকার হয়ে পঞ্চানন তো বাড়ি ফিরে গেলেন। আর ওদিকে দামু চলল পঞ্চাননের হাতির খোঁজে। 'হাতিতে চাপিয়ে রুণ্‌কু দিদিকে যদি দাদুর বাড়ি নে যেতে না পারি, তা হলি গাঁয়ে আর মুখই দেখাব' না—, মনে মনে এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করে লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে দামু মাঠের পর মাঠ পেরুতে লাগল।

ঘণ্টা চারেক এই ভাবে মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় গ্রাম-গঞ্জ পাড়ি দিয়ে তারপর দামুর হাঁপ ধরল। বেশ বড়ো গোছের একটা গ্রামের কাছে এসে ছায়া-ছায়া একটা নিম গাছের তলায় বসে পড়ল সে।

'ঈস্‌—কাণ্ডখানা দ্যাখো একবার!'—দামু ভাবতে লাগল ঃ 'কারবারটা একবার দ্যাখো। এই যে এতটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে এলুম—তা প্রায় ক্রোশ চারেক হবে—এর মধ্যে একটা হাতিও কি চোখে পড়ল? গোরু চরছে তো চরছেই, ছাগলে ঘাস খাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে, দুটো চারটে ভেড়াও ভ্যা-ভ্যা করছে এদিক-ওদিক, এক আধটা ঘোড়াও তো ছোলা-মটরের বুড়ো শাকগুলো চিবিয়ে বেড়াচ্ছে! কিন্তু একটা হাতিরও কি চরতে নেই কোথাও? কেন হাতি কি ঘাস খায় না, ছোলা-মটরের শাক চিবোয় না?'

ভাবতে ভাবতে দামু বিরক্ত হয়ে গেল। কেমন ধারা লোক সব দেশের ? এত গোরু-ঘোড়া-ছাগল পুষছে—অথচ দু-দশটা হাতি পুষতে পারে না কেউ ? কত সুবিধে ! পিঠে চাপা যায়—সে তো আছেই। তা ছাড়া—এই ধরো না, হাতিকে লাঙ্গলে জুড়ে চাষ করলে—ওঃ, সে আর দেখ্‌তি হবে না ! ওই পেল্লায় জানোয়ার—এক ঘণ্টার ভেতরে দশ বিঘে জমি চষে একেবারে ধুলো করে দেবে। আর গোরু পোষা কি জন্য ? দুধ খাবার জন্যি তো ? হাতি পুষে তাকে দুইয়ে নাও না—কম্‌সে কম একমণ দুধ দেবে একবারে, গাঁ শুদ্ধু লোককে দু' বেলা বাটি বাটি পায়েস খাইয়ে দিতে পারবে।

সে সব দু-দু, পুষছে কতগুলো শিংওলা গোরু আর দাড়িওলা ক'টা পুঁচকে ছাগল ! দেশশুদ্ধ লোকের বোকামি দেখে দামুর গা জ্বালা করতে লাগল।

অবিশ্যি, সব চেয়ে বেশি জ্বালা করছিল পেটের ভেতরে। রওনা হওয়ার আগে ত্রিলোচন চক্রবর্তীর বাড়িতে খান তিরিশেক লুচি আর সের খানেক মিঠাই খেয়েছিল সে, কিন্তু এই চার ক্রোশ রাস্তা পাড়ি দিয়ে সে-সব কখন বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। হাতির খোঁজ পরে হবে, সে তো আছেই, তার আগেই পেটটা একটু ঠাণ্ডা করে নেওয়া যাক।

একটু দূরেই, একটা টিনের ছাউনির তলায় বসে মাথায় টাক-পড়া ভালোমানুষ চেহারার একজন লোক মস্ত লোহার কড়াইয়ে জিলিপি ভেজে ভেজে রসে ফেলছিল। সেই জিলিপির গন্ধ দামুর প্রাণমন কেড়ে নিলে। আপাততঃ হাতির ভাবনা ছেড়ে দিয়ে সে ময়রার কাছে গিয়ে হাজির হল।

'জিলিপি দাও তো দাদু দু গোণ্ডা।'

'দু গোণ্ডা ? আট খানা ?'—লোকটা বললে, 'আট আনা লাগবে কিন্তু। পঞ্চাশ পয়সা।'

'অ্যাঁ, পঞ্চাশ পয়সা! ইকি ডাকাতের গাঁ নাকি হে? আমাদের দেশে তো পঁচিশ পয়সাতেই দু গোণ্ডা জিলিপি পাওয়া যায়।'

'সে-সব ভাঙ্গা আর বাসি জিলিপি। নিবারণ ময়রার দোকানে ও-সব পাবে না। তবে তুমি বিদেশী লোক, অতিথ্ এয়েচো বলতে গেলে, তোমাকে চল্লিশ পয়সায় দিতে পারি।'

'দাও তবে, তাই দাও।'

'তা হলে বোসো ওখানে'—নিবারণ ময়রা একটা নড়বড়ে বেঞ্চি দেখিয়ে দিলে।

বেঞ্চিতে বসে দামু গম্ভীর হয়ে জিলিপি খেতে লাগল। জিলিপিগুলো সত্যিই ভালো, লোকটা জাঁক করতে পারে বটে। আরো দু-চারখানা খেলেও হত। কিন্তু না, বেশি পয়সা খরচ করা চলবে না।

লোকে তাকে বোকারাম বলে বটে, কিন্তু এখন দামু চালাক হয়ে গেছে। রুণ্কু দিদির জন্যে হাতি খুঁজতে বেরিয়েছে সে। এমনিতে সে-হাতি পাওয়া যাবে কিনা কে জানে, হয়তো কিনতে হবে শেষ পর্যন্ত। হাতি দাম কত হবে কে বলতে পারে! দোকানদারেরা সুযোগ পেলেই তাকে ঠকায়, তাই মাসি অনেক কান্নাকাটি করে তাকে গুণতে শিখিয়েছে। দামু জানে, এখন তার ট্যাঁকে কম করেও তেরো টাকা বারো গণ্ডা পয়সা আছে। পঞ্চানন তাকে দুটো টাকা দিয়েছিলেন, পাঁচ টাকা দিয়েছেন ত্রিলোচন, আরো পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন ত্রিলোচনের গিন্নী—মানে রুণ্কুর ঠাকুর মা। আসবার সময় মাসি আরো এক টাকা

বার গণ্ডা পয়সা দিয়েছিল, তা হলে দাঁড়ালো তেরো টাকা বারো গণ্ডা। সোজা হিসেব।

এরই মধ্যে তাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে—আর এমনিতে যদি কারুর কাছে হাতি না পাওয়া যায়, তা হলে একটা কিনেই নিতে হবে তাকে। একটা হাতির দাম কত হবে? মনে মনে আঁচ করতে লাগল দামু। অত বড়ো জানোয়ার, অমন পেল্লায় শুঁড়, গাছের গুঁড়ির মতো মোটা মোটা পা—দাম একটু বেশিই হবে নিশ্চয়। হয়তো আট-দশটা টাকাই লেগে যাবে হাতি কিনতে। হুঁ, বুঝেই খরচ করতে হবে একটু। জিলিপি খেতে যতই ভালো লাগুক, লোভ সামলেই চলতে হবে আপাততঃ।

দামু মনে মনে হিসেব করছিল আর জিলিপি খাচ্ছিল, এদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখছিল নিবারণ ময়রা। দেখবার মতো চেহারাই বটে। এমনটি সচরাচর নজরে পড়ে না।

শেষে আর থাকতে না পেরে নিবারণ বললে, 'পাগড়িখানা তো জব্বর চাপিয়েছ হে!'

দামু খুশি হয়ে বললে, 'হুঁ-হুঁ, কুটুম বাড়ি গিয়েছিলুম কি না।'

'তা বেশ করেছিলে। কুটুম বাড়ি যাওয়ার মতো সাজই বটে। এখন বুঝি বাড়ি ফিরছ?'

'বাড়ি? এখন? উঁহু!'—দামু সগর্বে মাথা নাড়ল: একটা হাতি যোগাড় করতে বেরিয়েছি।'

'হাতি?'—নিবারণ একটু চমকালো। তারপর বললে, 'ওঃ, বুঝিছি, খেল্‌নার হাতি? তা উদিকে কুমোর পাড়ায় যাও—সেখানে তারা ও-সব বানায়-টানায়।'

'খেল্‌নার হাতি তোমায় কে বললে ?'—দামু নাক কোঁচ-কালো : 'সত্যিকারের হাতি। ঘরের চালের সমান উঁচু। শুড় নাড়ে, চলে বেড়ায়।'

নিবারণ টাক চুলকোল। আবার কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দামুর দিকে।

'তা হাতি দিয়ে কী করবে ?'

'অত খোঁজে তোমার দরকারটা কী ? হাতি একটা আমার অবিশ্যিই চাই, সেইজন্যিই বেরিয়েচি। কোথায় পাব বলতে পারো ?'

'গরিবের ঘোড়া রোগ হয় বলে জানতুম, কারুর কারুর যে হাতি রোগও হয় এটা এই পের্‌থম শোনা গেল।'—নিবারণ আবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগল দামুর। এত মন দিয়ে দেখতে লাগল যে জিলিপি ভাজার কথা স্রেফ ভুলেই গেল সে।

'কী বললে হে তুমি ?'

'কী আর বলব তোমায় !'—নিবারণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'মাথায় ছিট থাকলে তাকে কী আর বলা যাবে ! তা যাও খোঁজ গে হাতি।'

'ছিট্‌-টিট্‌ বোলো না ময়রার পো'—দামুর রাগ হ'তে লাগল : 'তুমি কি হেঁজিপেঁজি পেলে আমায় ? জানো, দরকার হলে হাতি আমি কিনতে পারি ?'

'কিনতি পারো ? লাটসায়েবের নাতি নাকি তুমি ? কত টাকা নিয়ে বেরিয়েচ।'

'হুঁ-হুঁ, অনেক। তোমাকে জিলিপির দাম দিয়েও আমার তেরো টাকা—ইয়ে তেরো টাকা,—' খুচরো পয়সার হিসেব করতে গিয়ে দামুর একটু গুলিয়ে গেল : 'মরুক্‌ গে, তেরো

টাকা কয়েক গণ্ডা পয়সা থেকে যাবে আমার কাছে। কত হবে বলো একটা হাতির দাম? বেশি হলেও ওই ধর দশটা টাকাই লাগুক—অ্যাঁ?'

আরো একবার চমকালো নিবারণ ময়রা। এবার এত বেশি করে চমকালো যে জিলিপি ভাজার কড়াইটা উল্টে যেতে যেতে একটুর জন্যে সাম্‌লে গেল।

তারপর নিবারণ সোজা দু হাতে নিজের টাক থাবড়ে বলতে লাগল : 'হায়—হায়—হায়—হায় রে!'

'বলি, অমন করে মাথা চাপড়াচ্ছ কেন? আমি হাতি কিনব শুনে তোমার যে সব্বোনাশ হয়ে গেল মনে হচ্ছে!'

সে-কথায় কানই দিলে না নিবারণ। টাক থাবড়ে বলে যেতে লাগল : 'ওগো, এমন পাগলাকেও কেউ রাস্তায় ছেড়ে দেয়? দশ টাকায় হাতি কিনতে চায়, একে যে পাগলা গারদে আটকে রাখা উচিত ছিল গো! হায়—হায়—হায়—'

বর্ষার জল ভরা ধান ক্ষেতে ঢোঁড়া সাপের তাড়া খেয়ে ধেনো চিংড়িগুলো যেমন ছটাং ছটাং করে লাফিয়ে ওঠে, তেমনি করে একটা লাফ মারল দামু।

'বটে, মস্করা হচ্ছে আমার সঙ্গে? আমায় বলছ পাগল?'—দামু চেঁচিয়ে উঠল : 'ভাগ্যিস তোমার জিলিপি খেয়েছি, নইলে হাতের এই লাঠি দিয়ে তোমায় পিটিয়ে আমি চৌকো করে দিতুম! ইঃ, উনি আবার জিলিপি ভাজেন! তোমার জিলিপি পচা, তোমার জিলিপি ছাই, তোমার জিলিপি ছাগলেও খায় না। এই আমি চললুম। হাতি নিয়ে তোমার সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে যদি চলে না যাই, তবে আমার নাম দামু মণ্ডলই নয়।'

কড়ায় জিলিপি পুড়ে গেল, নিবারণ হাঁ করে চেয়ে রইল

দামুর দিকে। পয়সা আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, মাথায় সেই জগঝম্প পাগড়ি আর মস্ত লাঠি নিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল দামু।

'ফুঃ, ময়রা—জিলিপি ভাজতেই জানে কেবল, হাতির ও কী জানে!' চলতে চলতে ভাবতে লাগল দামু: 'এসব বোকা-সোকা লোকের সঙ্গে কথা কয়ে লাভ নেই, বুঝদার কাউকে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। গাঁ শুদ্ধ সবাই নিশ্চয় ময়রাটার মতো হাবাগোবা নয়।'

বুঝদার লোক পাওয়া গেল একটু পরেই। দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল সে।

তার নাম জগাই ঘোষ। পেল্লায় মোটা চেহারা, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, লম্বা লম্বা কান। গাঁয়ের ছেলে-পুলে দূর থেকে তাকে দেখে 'হাতি-হাতি' বলে চ্যাঁচায়, আর তা শুনলেই জগাই ঘোষ—

তা শুনলেই জগাই ঘোষ কী করে, সেটা দামুই টের পেলো একটু পরে।

জগাইয়ের জাঁদরেল চেহারা দেখেই দামু দাঁড়িয়ে গেল। বেশ বিনয় করে বললে, 'ও মশাই!'

লাল টুকটুকে ছুটো ক্ষুদে চোখ দিয়ে দামুকে একবার দেখল জগাই! তারপর বললে 'কী, দই চাই? দই আজ ফুরিয়ে গেছে, আর হবে না। কাল সকালে এসো।'

'এজ্ঞে দই চাইনে। একটা হাতি—'

ঠক্ করে হুঁকোটা নামিয়ে জগাই ঘোষ ঘোঁৎ করে উঠল: 'কী বললে?'

'এজ্ঞে হাতি। একটা হাতি যদি—'

ব্যস, ওই পর্যন্তই, আর বলতে হল না। তখুনি দাঁড়িয়ে পড়ল জগাই ঘোষ।



আজ্ঞে হাতি···একটা হাতি যদি—

'পাজী—নচ্ছার—বেল্লিক—ছুঁচো'—বলে আকাশ ফাটিয়ে ডাক ছাড়ল একটা। তারপরেই কুড়িয়ে নিল একখানা রাম লাঠি—দামুর লাঠির চাইতেও হাত খানেক সেটা লম্বা।

'আজ খুনই করে ফেলব তোকে—' বলে জগাই সেই বিরাট শরীর নিয়ে—'হা-রে-রে-রে'—বলে তাড়া করল দামুকে !

'বাবা রে গিচি—গিচি—'বলে দামু ছুটল। ছুটল বিশ মাইল স্পীডে। পেছনে ক্ষ্যাপা হাতির মতো তেড়ে চলল জগাই ঘোষ।

॥ ৫ ॥

ছুট তো ছুট্—একেবারে 'বাপ-রে মা-রে' করে।

হাতে অবিশ্যি পেল্লায় লাঠিখানা দামুর ছিলই, কিন্তু জগাইয়ের সেই হাতির মতো জগঝম্প চেহারা, সেই পাকা করমচার মতো টুকটুকে লাল চোখ, সেই পিলে-কাঁপানো চিৎকার আর অ্যাই মোটা ঠ্যাঙাটা দেখেই দামু বুঝতে পেরেছিল যে জগাই একবার তাকে ধরতে পারলে আর আস্তো রাখবে না। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে দামু ভাবতে লাগল : 'এই ছাখো একবার কাণ্ডখানা ! হাতির খবর জানতে চাইলে তেড়ে মারতে আসে ! এ কি রকম গাঁ—আর এখানকার মনিষ্যিগুলিই বা কী ধরনের ! বাবা গো—এ যে দেখছি মেরেই ফেলবে একেবারে !'

কিন্তু জগাই দামুকে ধরতে পারল না ! একে তো তাল-গাছের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং, তার ওপরে প্রাণের দায়। দামু ছুটতে লাগল দিল্লী মেলের মতো। আরো একটা কাণ্ড ঘটল তার সঙ্গে। হঠাৎ দূর থেকে পাঁচ সাতটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল। 'এই রে, হাতি খেপেছে !'

ঘ্যাঁক করে থেমে গেল জগাই ঘোষ, যেন ব্রেক কষল। ঘাড় ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল : 'কে বললে রে ?'

দূর থেকে সাড়া এল ঃ 'হাতি ক্ষেপেছে রে, হাতি ক্ষেপেছে।'

'তোদের সব ক'টাকে চটকে আমি ছানা বানাব'—বলেই জগাই ঘোষ এবার ছুটল ছেলেদের দিকে। অর্থাৎ দিল্লী মেলের পেছনে ছুট লাগানো বোম্বাই মেল লাইন বদল করল। আর দামু গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল একটি ভালো মানুষের ঘাড়ে, সে বেগুন-মূলো-কাঁচকলা—এই সবের পসার নিয়ে বসেছিল তার ঘরের সামনে। বোধ হয় হাটে বেরুতে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ মূলো-বেগুন-কাঁচকলার ভেতরে গড়াগড়ি খেল দু-জনে। তারপর সামলে-সুমলে উঠে বসল দামু। হাতজোড় করে বললে, 'কিচ্ছু মনে কোরো না দাদা—যে রাম তাড়া লাগিয়েছিল, দিশে হারিয়ে তোমার ঘাড়ে এসে পড়িচি।'

চাষী গেরস্তটি নিপাট ভালোমানুষ। সে ধুলো ঝেড়ে উঠে তরকারি গোছাচ্ছিল। বললে, 'কিচ্ছু মনে করিনি ভাই, নিজের চোখেই তো দেখলুম। ওই ছোঁড়াগুলোই তোমায় বাঁচিয়ে দিলে। ওদের আর ধরতে পারবে না—টুক টুক করে আমগাছে জামগাছে উঠে পড়বে। তা বেত্তান্তটা কী? জগাই ঘোষকে অমন খেপিয়ে দিলে কী বলে?'

'খেপাইনি তো। হাতির কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম।'

'আল্লা—আল্লা।'—চাষীটির মুখ ভার হল ঃ 'তোমারই বা আক্কেল কী, দাদা? একেবারে ছেলেমানুষ তো নও। তুমিও হাতি-হাতি বলে জগাইকে খেপাতে গেলে?'

'আরে-দুত্তুর! আমি ভিন্-গেরাম থেকে এইচি, কী করে জানব যে হাতির নাম শুন্‌লিই লোকটার অমন মাথামুণ্ডু বিগড়ে যায়? কেবল বলিচি, দাদা—একটা হাতি কোথায় পাব—অমনি ব্যাস্!'

দেখতে দেখতে ধামা সাফ। তারপর এক ঘটি জল। এতক্ষণ পরে দামুর পেট, শরীর, মাথা—সব একসঙ্গে জুড়িয়ে গেল। নাঃ, যা ভেবেছিল তা নয়। এ গাঁয়ে ভালো লোকও আছে! একটা ঢেঁকুর তুলে 'মুখ-টুখ মুছে বললে, তা হলে বেত্তান্তটা হল গিয়ে তোমার—'

ব্যথার ব্যথী পেয়ে দামু খুলে বললে ব্যাপারটা। পঞ্চাননের কথা রুণ্কুর কথা—সব।

চাষীর নাম কলিম শেখ। শুনে সে মাথা চুলকোতে লাগল।

'তবে তো মুশকিল।'

'খুব মুশকিল।'

'দশ-বারো টাকায় হাতি কিনতে চাইছ—'কলিম শেখ মাথা নাড়তে লাগল ঃ 'সে তো হবে না।'

'পঁচিশ-তিরিশ লেগে যাবে নাকি?'—দামু ভয় পেয়ে গেল।

'না হে, শুনচি দু' তিন হাজার টাকা লাগে।'

'দু তিন হাজার! সে কত?'

'কে জানে। চোখে দেখিচি নাকি কোনোদিন? মানে, তোমার আমার মতো বিশ-পঞ্চাশ জনকে বেচলেও হবে না। উঁহু, হাতি তুমি কিনতে পারবে না।'

'তবে কী হবে?'—দামুর কান্না এসে গেল গলায় ঃ 'হাতি কী একটা আমি পাব না? তা হলে যে আমি আর ঠাকুর মশাইয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আমাকে সন্নিসি হয়ে চলে যেতে হবে।'

'দাঁড়াও—দাঁড়াও, সন্নিসি হবে কেন? তুমি লোক ভালো, আল্লা আছেন—একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই।'—কলিম শেখ একটু ভেবে নিল ঃ 'শুনিচি, চৌধুরী পাড়ার জমিদার বাবুর

'তুমি জানতে না ?'

'মা কালীর দিব্যি, কিচ্ছু জানতুম না।'

'অ।'—চাষীটি বললে, 'ওই তো মুশকিল। যাক্ গে, বেঁচে গেলে এ-যাত্রায়। কিন্তু কারবারখানা কী, বলো দিকিনি ? সত্যিই তোমার একটা হাতি দরকার নাকি ?'

'সত্যিই দরকার।'

কিন্তু তুমি হাতি নিয়ে কী করবে ?'—লোকটি ভালো করে দামুর দিকে চেয়ে দেখল : 'তুমি তো দেখছি আমার মতন গরিব মানুষ। হাতী পুষবে কী করে ?'

'অনেক খরচ বুঝি ?'

'বেজায়। শুনিচি, হাতি পুষতে রাজা-বাদ্শাও দেউলে হয়ে যায়।'

'তবে পুষব না। কাজ মিটে গেলে বনে-বাদাড়ে ছেড়ে দেব। চরে খাবে।'

'সে আবার কী ?'—একটা বেগুন হাতে নিয়ে চাষীটি বোকার মতো চেয়ে রইল : 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু তো বুঝতে পারছি না।'

'সব বুঝিয়ে বলছি। আগে এক ঘটি জল খাওয়াও দাদা—ওই জগাইয়ের তাড়ায় আমার বুকের ভেতরটা হাঁকোল-পাঁকোল করছে।'

লোকটি ভেতরে উঠে গেল। শুধু এক ঘটি জলই নয়, একটা ছোট ধামায় করে খানিক মুড়ি-মুড়কিও নিয়ে এল। আর তখন সব দুঃখ ভুলে গিয়ে, মুড়ি-মুড়কিতেই মন দিলে দামু। জগাই ঘোষের চিৎকার শুনেই নিবারণ ময়রার জিলিপিগুলো হাওয়া হয়ে গিয়েছিল পেটের ভেতরে।

একটা হাতি আছে। যাও না—তাঁকে বলে-কয়ে ক'দিনের জন্যে চেয়ে নাও না হাতিটা।'

'দেবে?'

'কেন দেবে না? তুমি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললেই দিতে পারে।'

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী—দামু ভাবল। যা মনে হচ্ছে, হাতি বোধ হয় কেনা যাবে না। তার চেয়ে জমিদারের কাছে গিয়েই ধরে পড়া যাক। বড়োলোক, শরীফ মেজাজ—কে জানে দিয়েও দিতে পারে।

'চৌধুরীপাড়া? সে কত দূর?'

'তা কোশ পাঁচেক হবে এখান থেকে। এই তো সোজা রাস্তা—জোর পায়ে যদি হেঁটে যাও, তা হলে সন্ধ্যের পরে পৌঁছে যাবে সেখানে। তার চেয়ে আমি বলি কী, সে তো অচেনা জায়গা—রাত-বিরেতে গিয়ে কিছু ঠাহর করতে পারবে না—আমার এখানেই রাতটা থেকে যাও।'

'কিন্তুক্ দেরি হয়ে যাবে যে।'

'কিচ্ছু দেরি হবে না। আর জমিদার—তাদের হলো গে নবাবী মেজাজ, রাত্তিরে কি আর তারা তোমার আমার মতো গরিব মানুষের সঙ্গে দেখা করবে, না কথা কইবে? থেকে যাও এখানেই। আমাদের রান্না তো আর খাবে না, আমি নতুন হাঁড়ি দেব, চাল-ডাল-আনাজ দেব, দুটি ফুটিয়ে নিয়ো।'

দামু ভেবে-চিন্তে বললে, 'তবে তাই হোক দাদা, আজ আমি তোমারই অতিথ্ হলাম।'

রাতটা খুব সুখে কেটে গেল দামুর। শুধু ডাল-চাল-আনাজ

নয়, কোত্থেকে চারটি মাছও এনে দিলে কলিম শেখ। রান্না-টান্না দামুর আসে না—কলিম শেখের বুড়ো মা দূরে বসে সব দেখিয়ে-টেখিয়ে দিলে। মোটের ওপর খাওয়াটা তার ভালোই হল।

সকালে উঠেই দামু তৈরি। আর তর সইছে না।

কলিম বললে, 'আল্লা ঠিক তোমায় একটা হাতি জুটিয়ে দেবেন। কিন্তু যাওয়ার সময় এখান দিয়ে একটু দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো ভাই। আমার অনেক কলাগাছ আছে, তোমার হাতিকে পেট পুরে খাইয়ে দেব।

'নিচ্চয়—নিচ্চয়। সকলের আগে তো তোমার দোর-গোড়াতেই হাতি নিয়ে আসবো। অনেক উব্‌গার করেছ দাদা—কোনোদিন তোমায় ভুলতে পারব না।'

দামু বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

একটু এগিয়েছে, হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল একদল ছেলের চিৎকার : 'খেপেছে রে, হাতি খেপেছে—'

আবার জগাই ঘোষ!

দামু আর দাঁড়ায়? কোনোদিকে না তাকিয়েই সোজা দৌড়।

দৌড়োল মাইল তিনেক। না—গাঁ-টা পেছনে পড়ে গেছে অনেকক্ষণ, জগাইয়ের চিহ্নও নেই কোথাও। দামু জিরোবার জন্যে একটা গাছতলায় বসে পড়ল।

একদল লোক আসছিল উলটো দিক থেকে। দামু তাদের জিজ্ঞেস করলে, 'চৌধুরীপাড়া এদিকেই তো?'

তাদের একজন বললে 'হুঁ, আর কোশ তিনেক হবে। আমরাও চৌধুরীপাড়া থেকেই আসছি।'

'বটে-বটে।'—দামু উঠে দাঁড়ালো : 'তবে তো ভালোই হল। বল্‌তি পারো, ওখানে গেলে জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা হবে কি না ?

'জমিদার বাবু ? তিনি তো এখন গাঁয়ে নেই, ছ মাস হল কলকাতায় গেছেন। সেখানেই তিনি থাকেন, কালে-ভদ্রে গাঁয়ে আসেন। কেন, তাঁকে তোমার কী দরকার ?'

'তাকে দরকার নেই, দরকার তাঁর হাতিটা।'

'হাতি ?'—লোকগুলো আশ্চর্য হল। তারপর একজন বললে, 'বুঝেছি, মাহুতের চাকরি চাও। কিন্তু সে হাতি তো মরে গেছে সাত বচ্ছর হল। আর এখন তো জমিদারীই নেই—হাতি পুষবে কে ?'

অ্যাঁ!—ধপাস করে দামু বসে পড়ল গাছতলায়।

'কী হল, শুনে যে তোমার মাথায় বাজ পড়েছে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু একটা হাতি যে আমার চাই-ই দাদা।'

'নেতান্তই চাই !'—আর একজন ঠাট্টা করে বললে, 'তাহলে জঙ্গলে চলে যাও—একটা হাতি ধরেই আনো গে।'

শুনে, সব লোকগুলো খ্যাঃ খ্যাঃ করে একচোট হাসল, তার পর এগিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল দামু। বসে রইল মুখখানাকে একটা কেলে হাঁড়ির মতো বিকট আর গম্ভীর করে।

'ঠিক বলেচে। হাতিই ধরব জঙ্গল থেকে। সেদিনও পালানো ছাগল ধরে এনিচি, দড়ি ছেঁড়া বাছুর ধরিচি—আর একটা হাতি ধরতি পারব না ? নিয্যশ ধরব। কেবল জঙ্গল চাই একটা।' দামু উঠে দাঁড়ালো। বেরিয়ে পড়ল জঙ্গল খুঁজতে।

॥ ৬ ॥

জঙ্গল একটা খুঁজতে হবে। কিন্তু কোথায় সেরকম জঙ্গল, যাতে হাতি পাওয়া যায় ?

চলতে চলতে দামু দাঁড়িয়ে পড়ল। তার খিদে পেয়েছে। হাতির ভাবনা ভাবতে ভাবতে হাতির মতোই খিদে পেয়ে যায় কেবল। কী মুশকিল !

একটা কুয়ো দেখা যাচ্ছিল একটু দূরে, গায়ের মেয়েরা তাতে জল তুলছিল। দামু সেই কুয়োর কাছে গিয়ে মস্ত একটা পাকুড় গাছের তলায় বসে পড়ল। খাওয়ার ভাবনা ছিল না, আসবার সময় কলিম শেখের বুড়ী মা পুঁটলি বেঁধে সের দুই মুড়ি-মুড়কি-কদমা-বাতাসা বেঁধে দিয়েছিল ওর সঙ্গে। তারই খানিকটা খেতে খেতে দামু ভাবতে লাগল—একটা বেশ বড়গোছের জঙ্গল তার দরকার।

অবশ্য তার নিজের গাঁয়ে, আশে পাশে, ঝোপ-ঝাড়, বন-বাদাড় বিস্তর আছে। টোপা কুল, বৈচি, তুঁতফল, পানিয়াল কিংবা ট্যাপারির খোঁজে সে সব ঝোপেঝাড়ে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে সে হানা দিয়েছে অনেকবার। শেয়াল-খরগোশ-খাটাশ এ সব অনেক দেখেছে, ভাম বেড়ালও চোখে পড়েছে দু চারটে, কিন্তু হাতি কখনো দেখেনি। হাতির জন্যে অনেক বড়ো জঙ্গল দরকার বোধ হয়। অমন পেল্লায় জানোয়ার—ছোটোখাটো জঙ্গলে কি তার পোষায় ?

কিন্তু সেই বড়ো জঙ্গলটার খবর পাওয়া যাবে কী করে ?

থাবা থাবা মুড়ি-মুড়কি খেয়ে, গোটা ছয়েক কদমা চিবিয়ে, দামুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। যে মেয়েরা জল তুলছিল, তাদের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'এট্টু জল দাও দিদি বাছারা। গলায় কদমা আটকে তো মলাম।'

প্রায় এক বাল্‌তি জল খেয়ে দামুর প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হল।

'বাঁচালে বাছারা। ভগবান ভালো করবেন তোমাদের।'

ভার-ভাত্তিক গিন্নী-বান্নী চেহারার একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল : 'বিদেশী লোক বুঝি ?'

'হ্যাঁ দিদি, বিদেশী লোক।'

'যাবে কোথায় ?'

'যাব ?'—একটু ভেবে চিন্তে দামু বললে, 'যা্ব একটা হা—মরুকগে, যাব জঙ্গলে।'

'জঙ্গলে! অ্যাঁ, সেকি গো ?'—মেয়েরা অবাক হয়ে গেল। অবশ্য দামুকে দেখলে আচমকা জঙ্গলের জীব বলেই সন্দেহ হয়, কিন্তু সত্যি সত্যিই সে যে জঙ্গলে যেতে চাইবে এটা তারা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না।

'হ্যাঁ দিদি, একটা জঙ্গলই আমার দরকার। খুব বড়ো জঙ্গল।'

'বড়ো জঙ্গল! কী করবে সেখানে গিয়ে ?'—একজন দামুর মস্ত লাঠিখানার দিকে চেয়ে দেখল : 'বাঘ ভালুক মারবে নাকি ? ওই লাঠি দিয়ে ?'

'না—না, বাঘ-ভালুক মারব না।'—দামু ভীষণ চমকে গেল : 'বাঘ-ভালুক আমি আদৌ পছন্দ করি না।'—বলতে বলতে দামুর মনে পড়ে গেল, তাদের গাঁয়ের কে যেন জঙ্গলে যেত

কাঠের ব্যবসা করতে। সে বুদ্ধি খাটিয়ে বলে বসল : 'আমি কাঠের ব্যবসা করি।'

'তাই বুঝি ?'

'সেই জন্যেই তো জঙ্গল খুঁজে বেড়াচ্ছি দিদি। বলতে পারো, কোন্ দিকে গেলে জঙ্গল পাব?

'তা জঙ্গলের অভাব কী ? দেশটাই তো জঙ্গলে ভর্তি। এই তো পুবদিকে ক্রোশ দুই হাঁটলেই রাজার গড়ের মস্ত জঙ্গল রয়েছে। মাঝে মাঝে সেখান থেকে চিতে বাঘ-টাঘ বেরোয় শুনেছি।

'না—না, চিতে বাঘ নয়।'—দামু আবার ভীষণভাবে চমকে উঠল : 'আমার দরকার একটা হা—'বলতে বলতেই দামু জিভ কাটল। 'এই রে, হাতির কথাটা বলে ফেলেছিনু আর কি !' জগাই ঘোষের তাড়া খেয়ে আর পথ-চল্‌তি লোকগুলোর ঠাট্টা মশ্‌করা শুনে, সে বুঝে গিয়েছিল—হাতির ব্যাপার যাকে তাকে বলে ফেলাটা উচিত নয়। তাতে লাভ তো হয়ই না, বরং ঝঞ্ঝাটই বেড়ে যায়। সাধে কি পিসি বলে, ভালো পিত্তিজ্জে পাঁচ কান করতে নেই ?'

সেই গিন্নী-বান্নী মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, 'হা কিগো ? হা কাকে বলে ?'

'কাউকে বলো না দিদি, কাউকে না।'—দামু খুব বুদ্ধিমানের মতো সামলে নিলে : 'এই মুখ দিয়ে একটা হাই উঠেছিল কিনা, তোমার গে সেইটেকেই—সে যাক গে, আমি রাজার গড়ের জঙ্গলের দিকেই চললুম।'

বলতে বলতে, হাতের সেই রাম লাঠিতে ভর দিয়ে দামু লাফিয়ে নেমে পড়ল মাঠের ভেতর। তারপর আরো গোটা কয়েক লাফ দিয়ে একেবারে উধাও !

মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল সেদিকে। তারপর একজন বললে, 'লোকটা যেন কেমনধারা। পাগল-টাগল নাকি ?'

আর একজন বললে, 'মানুষ নয় বোধ হয়। বেহ্মদত্যি-টত্যি হতে পারে। চেহারাখানা দেখলে না ? তার ওপর আবার লাফাতে লাফাতে চলল জঙ্গলের দিকে। হুঁ, বেহ্মদত্যিই নির্ঘাত।'

'অ্যাঁ ! রাম—রাম—রাম—'

আর দামু তো চলল জঙ্গলের দিকে। মাঠ-ঘাট খানা-খন্দল গাঁ-গঞ্জ পেরিয়ে চলেছে তো চলেইছে। হাতি ধরব—হাতিই ধরব। যে জঙ্গলে চিতাবাঘ থাকে—সেখানে হাতি থাকবে না, তাও কি হয় ?

কিন্তু বাঘ !

দামু একবার থেমে দাঁড়াল। এই বাঘের ব্যাপারটাই তার পছন্দ হচ্ছে না। যদি হাতি ধরতে গিয়ে বাঘে খায় ? সব্বোনাশ !

ঝঞ্ঝাটটা দ্যাখো দিকিনি একবার। একটা ভালো কাজও কি নিশ্চিন্দি হয়ে করবার জো আছে ? জঙ্গল থাকবে, সেখানে পালে পালে হাতি চরে বেড়াবে আর দামু তাদের একটার শুঁড় ধরে সুড়সুড় করে টেনে নিয়ে আসবে। এর ভেতরে আবার খামোকা বাঘ এসে হাজির হয় কেন ? বাঘ সোঁদরবনে যাক না—সেখানে হালুম হালুম করে যাকে ইচ্ছে ধরে খাক।

মরুক গে, আর ভাবব না। পিঠের পুঁটলি থেকে আরো কিছু মুড়ি-কদমা খেয়ে, একটা পুরোনো দীঘি থেকে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে—দামুর মনে হঠাৎ একটা তেজ এসে গেল। ইস, বাঘে খেলেই হল আর কি ! হাতে লাঠি আছে না ? দাদা-

ঠাকুরের নাত্‌নির জন্যে হাতি খুঁজতে চলেছি, কত বড়ো পুণ্যির কাজ—বাঘের সাধ্যি কি আমার কাছে এগোয়? হাতের এই পেল্লায় লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বাঘকে একেবারে পরোটা বানিয়ে ছাড়ব!



একটা হুঙ্কার ছাড়ছিল। কাছেই দুটো দাড়িওয়ালা ছাগল···

যেই মনে হল কথাটা, অমনি দামু একটা হুঙ্কার ছাড়ল। কাছেই দুটো দাড়িওয়ালা ছাগল চরছিল, তারা আচমকা ভয় পেয়ে ব্যা-ব্যা করে বাড়ির দিকে ছুটল।

দামু চলল। মাথার ওপর দিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকেল

হল। তবু রাজার গড়ের জঙ্গলের তো দেখা নেই। মিথ্যে কথা বললে নাকি মেয়েরা ?

একজন চাষী আসছিল নিড়েন হাতে। দামু তাকেই ডাকল।

‘ও দাদা !’

‘কিগো ?’

‘রাজার গড়ের জঙ্গল কোন্‌দিকে ?’

‘রাজার গড় ? সে তো ওদিকে !’—দামু যে দিক থেকে এসেছে সেই দিকটাই দেখিয়ে দিলে লোকটা।

‘ওই রাস্তা দিয়েই তো এলুম। দেখতে পেলুম না তো ?’

‘কটা উঁচু উঁচু ঢিবি দ্যাখোনি ? একটা পুরোনো দীঘি ?’

‘দেখবনা কেন ? সেই দীঘিতে নেমে তো জল খেলুম।’

‘সেইটেই তো রাজার গড়।’

‘কিন্তু জঙ্গল তো দেখতে পেলুম না।’

আরে জঙ্গল তো ছিল বিশ বছর আগে। কবে কেটে সাফ করে দিয়েছে লোকে। পাঁচ-সাত বছর আগেও দু-চারটে গাছ-টাছ ছিল, এখন তাও নেই।’

‘অ্যাঁ।—দামু বসে পড়ল ধুলোর ওপর।

‘কী হল তোমার ?’

‘কিছু হয়নি দাদা, তুমি যাও।’

এবার দামুর কান্না পেতে লাগল। বরাত একেই বলে। জমিদারের হাতি মরে গেছে সাত বচ্ছর আগে, বিশ বছর হল রাজার গড়ের জঙ্গল সাফ। তা হলে ? তা হলে হাতি কোথায় পাওয়া যাবে ? কেমন করে সে ফিরে যাবে দা-ঠাকুরের কাছে, রুণকু দিদির কাছে ? আর কি কোনোদিন কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবে সে ?

চোখ দিয়ে দামুর জল পড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ একভাবে সে বসে রইল। সূর্য ডুবে গেল মাঠের ওপারে, চারদিকে কালো রাত নেমে এল। তখন দামুর মনে হল এই মাঠের ভেতরে এরকম একা একা বসে থাকার কোনো মানে হয় না। কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে গিয়ে রাতের আস্তানাটা জোগাড় করা যাক, তারপরে কাল সকালে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

দামু গ্রাম খুঁজতে বেরুল।

কিন্তু অন্ধকারে মাঠের ভেতরে পথ হারাতে তার সময় লাগল না। না পায় খুঁজে গ্রাম, না চোখে পড়ে একটা আলো। ঘুরতে ঘুরতে হাঁটু টনটন করতে লাগল, কাঁটায় পা ছড়ে গেল, কিন্তু গ্রাম আর মেলে না! কোথা থেকে যে কোথায় যাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছে না সে।

'ইকি ল্যাঠায় পড়া গেল রে বাপু। সারা রাতই কি ঘুরে মরতে হবে নাকি এমনি করে?'

ল্যাঠা মিটতে দেরি হল না। শেষ পর্যন্ত দামু যেখানে গিয়ে পৌঁছল সেখানে চারদিকে শুধু গাছপালার সার আর অথই অন্ধকার।

অ্যাঁ—এই তো জঙ্গল! এই তো পেয়ে গেছি!

কিন্তু জঙ্গল পেয়েও দামুর মনে তখন আর সুখ ছিল না। বুক ভয়ে ধুকপুক করছে তখন। বাপ্‌রে, কী অন্ধকার—আধ হাত দূরেও যদি নজর চলে! ঝাঁ ঝাঁ করে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে চারদিকে—সে আওয়াজে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার জো! ধুম-ধুম-ধুম করে কোথায় একটা হুতোম প্যাঁচাও ডাকল।

হাতি মাথায় থাক, এখন বাঘে না খেলেই রক্ষে!

লাঠিটা অবিশ্যি সঙ্গেই আছে, বাঘকে জুৎমতো পেলে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করেও দেওয়া যায়। কিন্তু তার আগেই তো বাঘ তাকে ধরে ফেলবে। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, পেছন থেকে বাঘ যদি গুটি গুটি এসে—

ওরে বাপ্‌রে!

দামু আর ভাবতে পারল না। হাতি-টাতি পরে হবে, এখন তো একটা গাছে-টাছে উঠে পড়া যাক! তারপর সকাল হলে খুঁজে দেখা যাবে, এই বনের ভেতর দু-একটা হাতির দেখা মেলে কি না!

অতএব আর কথা নয়, সামনে যে গাছটা পেল, তাতেই তরতরিয়ে উঠে পড়ল দামু।

কী গাছ কে জানে। যেমন বড়ো, তেমনি ঝুপ্‌সী। গাছটার আধাআধি উঠে পড়ে, গোটা দুই মোটা ডালে ঠেসান দিয়ে বসে পড়ল দামু। জায়গাটা মন্দ জোটেনি। এখানে শুধু বসে থাকা নয়, ইচ্ছে হলে একটু ঝিমিয়েও নেওয়া যেতে পারে।

দু' চারটে কাঠ পিঁপড়ে কামড়ে দিয়েছিল, তাতে এক আধটু জ্বালা করছিল। এক ঝাঁক বিচ্ছিরি মশাও গুন গুন করছিল কানের কাছে। তবু পরম নিশ্চিন্তি হয়ে বসে রইল দামু। অনেকটা উঠে বসেছে সে—এখানে অন্ততঃ বাঘ তাকে লাফিয়ে ধরতে পারবে না।

আশে পাশে এদিকে ওদিকে জোনাকির সার জ্বলছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন দামুর দু'চোখ ভরে ঘুম এল। হাতের লাঠিটা যে কোন্ ফাঁকে নীচে পড়ে গেল সে টেরও পেল না। তারপর একসময় চটকা তার ভাঙল। শুকনো পাতায় খসখস করে আওয়াজ উঠছে যেন। গাছের নীচে কালো মতন কী একটা চলে বেড়াচ্ছে না? অন্ধকারে চোখ একটু সয়ে

গিয়েছিল। ভালো দেখতে না পেলেও দামু বুঝতে পারল, সেটা চার পায়ে গুঁড়ি মেরে হাঁটছে। না—বাঘ নয়। বরং—

অ্যাঁ, তবে কী বাচ্চা হাতি? মানে হাতির বাচ্চা?

মনে হতে যা দেরি। তবে তো পেয়ে গেছি! জয় গুরু!

গাছের তলায় হাতির বাচ্চাটা তখনো গুঁড়ি মেরে হাঁটছিল। দামু নামতে লাগল আস্তে আস্তে। ধরবই এবার। একবার ঝপাং করে পিঠে চড়াও হই, তারপর দেখব তুমি কেমন হাতির বাচ্চা! দেখব সুড়সুড় করে তোমায় পঞ্চানন মুখুজ্জের দুয়ারে নিয়ে হাজির করতে পারি কি না!

জয়গুরু!

হাত তিনেক ওপর থেকেই দামু ধপাস করে লাফিয়ে পড়ল হাতির বাচ্চার পিঠের ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই সে আওয়াজ করল, 'ক্যাঁক'—আর মাটির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

জঙ্গল কাঁপিয়ে, দামু বিজয়োল্লাসে হাঁক ছাড়ল: 'ধরিচি—ধরিচি—'

॥ ৭ ॥

সেই মিশমিশে অন্ধকারের ভেতরে একটা বিট্‌কেল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল তখন।

'ধরিচি—ধরিচি—' বলে দামু যত গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচায়—ততই চেপ্‌টে যাওয়া জানোয়ারটা কি রকম যেন কঁক্ কৃকঁ করে আওয়াজ করতে থাকে। দামু বললে, 'করো—করো কঁক্ কঁক্—! এর পরে যখন কলাটা মুলোটা খাইয়ে দিদিমণিকে তোমার পিঠে চাপিয়ে দেব, তখন ভাববে—হাঁ, হাতি-জন্মটা

অ্যাদ্দিনে সাথ্থক হল আমার।'

কিন্তু একটু পরেই কেমন খট্‌কা লেগে গেল দামুর! অ্যা—ই কি রকমটা হল? হাতিটার মাথায় যেন ছাঁটা-ছাঁটা কদম চুল রয়েছে। হাতির বাচ্চার মাথায় চুল থাকে নাকি? কই—এমন তো কখনো শোনা যায় নি। তা ছাড়া গায়ে যেন তেল মাখা রয়েছে মনে হচ্ছে! আর হাতির শুঁড়—দামু মুখে হাত বুলিয়ে দেখল শুঁড় তো নেই, দিব্যি একটা থ্যাবড়া-মতন নাক রয়েছে সেখানে।

অ্যাঁ—এ যে মনিষ্যি বলে মনে হচ্ছে গো!

দামু হাঁউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠবে কিনা ঠাহর করবার আগেই টর্চ লাইটের খানিক আলো এসে পড়ল তার গায়ে। তারপরেই মোটা গলার আওয়াজ: 'বলি হচ্ছে কী? হচ্চেটা কী এই অন্ধকারের ভেতর?'

কোত্থেকে আবার লণ্ঠন হাতে জন দুই লোক দৌড়েও এল। দামু দেখল, টর্চ আর লাঠি হাতে গাঁয়ের চৌকিদার, তার পেছনে পেছনে দু-জন গাঁয়ের মানুষ।

আর সে যার ওপর গাঁট হয়ে বসে রয়েছে সে এক কালো মুশ্‌কো জোয়ান। তার পরনে লেংটি মতন কী রয়েছে, এক হাতে একটা সিঁদকাঠি। জোয়ানটা বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে—গলা দিয়ে গোঁ গোঁ করে আওয়াজ বেরুচ্ছে তার।

চৌকিদার আর লোক দুটো খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল এই অপরূপ দৃশ্যের দিকে। তারপর তাদের একজনের মুখ থেকে অদ্ভুত আওয়াজে বেরুল: 'এ যে পটাই চোর গো!'

'কিন্তু পটাইয়ের পিঠের ওপর বসে কে? এ যে আদত বেম্মদত্যি!'



এ যে আদত বেহ্মদত্যি !

'তা বেহ্মদত্যি ছাড়া কী আর ? চেহারাখানা একবার দেখছ না ? তার ওপরে আবার মাথায় আড়াই হাত এক পাগড়ী ।'

দামু এতক্ষণে একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছিল । 'দুত্তোর, জঙ্গল না ঘোড়ার ডিম, কোত্থেকে কাদের এক আমবাগানে ঢুকে বসে আছি ! আর হাতির বাচ্চাই বা কোথায়—কোন্ এক লেংটিপরা পটাই চোরকেই ঘপাৎ করে ধরে ফেলিচি ! রামো—রামো !'

লোকগুলো দূরে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল, এতক্ষণে ভরসা পেয়ে চৌকিদার একটু একটু করে এগিয়ে গেল। বেশ মিহি গলায় দামুকে ডাকল ঃ 'ওহে বেম্মদত্যি !'

শুনে দামু চটে গেল।

'আমি বেম্মদত্যি নই—দামু।'

'তা দামুই হও আর বেম্মদত্যিই হও—এবার পটাইয়ের পিঠ ছেড়ে ওঠো দিকিনি। অজ্ঞান হয়ে গেছে—গোঁ গোঁ করছে, দেখতে পাচ্ছ না ?'

দামু এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পটাইয়ের পিঠেই গদীয়ান হয়ে বসেছিল, এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

চৌকিদার গুটি গুটি পায়ে আরো একটু এগোল দামুর দিকে।

'তুমি কে বট হে ?'

দামু বিরক্ত হয়ে বল্লে, 'কানে কম শোনো নাকি ? বললুম না—আমি দামু ? বিদেশ থেকে এইচি ?'

'বিদেশ থেকে ? তা এই আমবাগানে ঢুকেছিলে কেন ?'

'কে জানে আম বাগান না কি !'—হাতির ব্যাপারে দামু চালাক হয়ে গিয়েছিল, আসল কথাটা স্রেফ্ চেপে গেল। গজ গজ করে বললে, 'আঁধার হয়ে গেল, গাঁ—টাঁ কিচ্ছু খুঁজে পাইনে, এর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম। ভেবেছিলুম, সকাল হলে যা হয় হবে।'

'বিদেশী তো এখানে কেন ?'

'একটা চা-চাকরি খুঁজতে।'

'তোমার যা চেহারা—দেখলেই তো প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'—একজন টিপ্পনি কেটে বললে, 'চাকরি তোমায় দেবে কে হে ?

রাত্তির বেলা তোমাকে দেখলে তো মানুষের দাঁত কপাটি লেগে যাবে।'

'আর তুমিই বা কোন্ কাত্তিকটি হে ?'—দামু চটে গেল ঃ 'এই তো খেঁটে একটা খাটাশের মতন চেহারা—তার ওপর কপালে আবার একটা আঁব গজিয়েছে। ঠিক কোলা ব্যাঙের মতো দেখতে।'

চৌকিদার থানার লোক—সে গম্ভীর হয়ে ঝগড়াটা থামিয়ে দিলে। বললে, 'যেতে দাও, যেতে দাও, এ-সব তুচ্ছু কথা নিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না। তা দামু, তুমি পটাইকে ধরলে কী করে বলো তো হে ? ভারী ঘোড়েল চোর, আজ তিন মাস ধরে আমরা ধরবার চেষ্টা করছি অথচ ওর টিকিও ছুঁতে পাইনে। ইদিকে আশপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁ চুরি করে একেবারে ফাঁক করে দিলে। কী করে এটাকে ধরলে দাদা ?'

'ইচ্ছে করে তো ধরিনি।'

সেই কপালে আঁব-ওলা কোলা ব্যাঙের মতো লোকটা আবার টিপ্পনি কাটল ঃ 'তা যা বলেছ, ইচ্ছে করে তোমার ধরবার দরকার হয় না। সামনে এসে একবার দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়ালেই—ব্যস্ !'

চৌকিদার মোটা গলায় বললে, 'আঃ, চুপ করো না গুপী হাজরা। এখন আইনের কথা হচ্ছে, এর মধ্যে টিকটিক কোরো না। তুমিই বল দিকিনি দাদা—হয়েছিলটা কী ?'

'কী আর হবে ?' —দামু একবার কটমট করে তাকালো গুপী হাজরার দিকে ঃ 'ভাবলুম বনবাদাড়, রাত্তিরে আবার মা-মনসা ছুব্‌লে না দেন। তাই গাছের ডালে উঠে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করছিলুম। তারপরেই যেন একটা হাতি—'

‘হাতি! হাতি কি হে!’—চৌকিদার চমকে গেল।

‘না—না, ভুল বলিচি।’ — দামু সঙ্গে সঙ্গে জিভ কাটল: ‘মানে হাতি নয়—ঘুমের ঘোরে হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়েছি গাছ থেকে। একেবারে লোকটার ঘাড়ের ওপর।’

‘পটাই কী করছিল গাছতলায়?’

‘কী করছিল সে আমি কেমন করে জানব? ওকেই শুধোও না।

‘কিন্তু তুমি যে ধরিচি—ধরিচি বলে চ্যাঁচাচ্ছিলে? সেই চিৎকার শুনেই তো আমরা এদিকে দৌড়ে এলুম।’

দামু মাথাটা একবার চুলকোতে চাইল, কিন্তু পাগড়ির জন্যে চুলকানো গেল না। বললে, তাই তো—কেন যে চ্যাঁচালুম—সে তো জানিনে। বোধ হয় বেভ্যুল লেগে গিয়েছিল।’

চৌকিদার মাথা নেড়ে বললে, ‘লাগে, ও-রকম বেভ্যুল লাগে। ঘুমুতে-ঘুমুতে ও-ভাবে আচমকা কারুর ঘাড়ের ওপর পড়লে অমন চিৎকার লোকের বেরোয়।’

পটাই চোর এতক্ষণে আস্তে আস্তে উঠে বসল। চোখ দুটো ছাগলের চোখের মত গোল-গোল করে তাকাতে লাগল চারদিকে! ব্যাপার-স্যাপার যেন এখনো সে বুঝতে পারছে না।

চৌকিদার ঠাট্টা করে বললে, ‘ওঠো হে মক্কেল, আর কেন? বিস্তর হাড় জ্বালিয়েছ আমাদের, উঠে পড়ো এবারে। লক্ষ্মী ছেলের মতো থানায় চলো এবার, তারপর মাস ছয়েক বেশ করে জেলখানায় ঘানি ঘুরিয়ে আসবে।’

পটাই ঘোঁ-ঘোঁ করে বললে, ‘ভূ—ভূ—ভূত—’

গুপী হাজরা খ্যা-খ্যা করে হাসল: ‘ভূত নয়—ভূত নয়, বেহ্মা-

দত্যি ! পরশু চক্কোত্তি মশাইয়ের বাড়ীতে সিঁধ কেটেছিলে না ? তিনিই বেহ্মদত্যি চালান করে দিয়েছেন ।'

দামু বললে 'দ্যাখো কোলা ব্যাং—'

চৌকিদার বললে, 'আহা থামো থামো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই । চলো হে পটাই, দারোগা বাবু তোমার মুখখানা দেখবার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন । আর দামু দাদা, তোমাকেও যে একবারটি থানায় আসতে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে ।'

থানার নাম শুনে বিষম ঘাবড়ে গেল দামু ।

'আমি ? আমি কেন থানায় যাব ? চোর নাকি আমি ?'

'আহা-হা, চোর তুমি কেন, চোর তো পটাই । তুমি তাকে ধরেচো না ? পটাইকে ধরলে একশো টাকা বখ্‌শিস পাওয়া যাবে, দারোগা বাবু নোটিশ দিয়েছেন যে ! আজ তো তোমারই ফুর্‌তি হে ! চলো—চলো—ড্যাং ড্যাং করে নাচতে নাচতে চলো ।'

পটাই হাজতে গেল, চৌকিদারের সঙ্গে সেই দু-জন ছাড়া আরো কিছু কিছু লোক পটাইকে গাল দিতে দিতে থানায় গিয়েছিল, তারাও বাড়ী চলে গেল । দারোগা একটা চেয়ারে বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন । এবার দামুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কোথায় যাবে ?'

'আমি আবার যাব কোন্ চুলোয় ?'—দামু চটাশ করে একটা মশা মারবার চেষ্টা করে বললে, 'যদি দয়া করে থাকতে দেন, তা হলে থানার বারান্দায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারি ।'

'তারপর ?'

'কাল সকালে আবার পথে বেরিয়ে পড়ব ।'

'কিন্তু তোমার চোর ধরবার বক্‌শিশ ? ও তো সরকারী টাকা —পেতে একটু দেরি হবে।'

'তা বটে!'—দামু ভাবনায় পড়ল : 'টাকাটা পেলে খুব উব্‌গার হত। একটা দামি জিনিস কিন্‌তে বেরিয়েছি—মানে একটা হাতি—'

দারোগার হুঁকোর ফুরুক-ফুরুক টান বন্ধ হয়ে গেল।

'কী কিনতে বেরিয়েছ বললে ?'

দামু একটু চুপ করে রইল। তারপর দারোগা বাবুর ভার-ভাত্তিক চেহারা দেখে তার মনে হল, হাঁ, বিশ্বেস করে সব কথা এঁকে বলা যায়। ইনি শোনবার মতো লোক।

একটু কেশে নিয়ে দামু বললে, 'তা হলে ইয়ে—মানে দারোগা বাবু, আপনাকে সবটা গোড়া থেকেই বলি।'

দারোগা গম্ভীর হয়ে সব শুনলেন। কোনো কথা বললেন না, দু-একবার বোধ হয় হাসি পেয়েছিল, খুক খুক করে কেশে সেটা সামলে নিলেন। তারপরে সব শুনে-টুনে আবার ফুরুক-ফুরুক করে হুঁকো টানলেন কিছুক্ষণ।

দামু কাতর হয়ে বললে, 'দারোগা বাবু, আমি হাতি পাব একটা ?'

দারোগা বাবু বললেন, 'নিশ্চয়।'

'আপনি জোগাড় করে দিতে পারবেন ?'

দারোগা বললেন, 'আলবৎ। আমরা থানার দারোগা—ইচ্ছে করলে সব পারি। যদি মনে করি, তোমাকে এক ঘটি টাটকা বাঘের দুধও খাইয়ে দিতে পারি—তা জানো ?'

দামু একেবারে গলে গেল।

'এজ্ঞে জানি বইকি! সবাই তো সেই কথাই বলে।'

দারোগা বললেন, 'তবে হাতি তো—দু-চারদিনের কাজ নয়, জোগাড় করতে একটু সময় লাগবে। সে ক-দিন তুমি বরং আমার বাসাতেই থেকে যাও। আপত্তি আছে ?'

'আপত্তি ! বলেন কি ! আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

দারোগা খুশি হয়ে বললেন, 'তা হলে চলো আমার বাসায়। রাত্তিরে বোধ হয় কিছু খাওয়া হয়নি তোমার ?'

খাওয়ার কথায় দামুর মনে পড়ে গেল, সেই চিঁড়ের পুঁটলি সাবাড় হয়ে গেছে কখন, এখন পেটে আগুন জ্বলছে। বললে, 'এজ্ঞে না। খুব খিদেও পেয়েছে।'

'পাবেই। পটাই চোরকে ধরা কি চাট্টিখানি কথা হে ? ওর মুখ দেখেই তো অন্নপ্রাশনের চাল পর্যন্ত হজম হয়ে যায়। এসো—এসো আমার সঙ্গে। দেখি, বাড়ীতে ভাত-তরকারি কিছু আছে কি না।'

পরমানন্দে দামু দারোগার সঙ্গে রওনা হল।

আর দারোগা বাবু ভাবছিলেন—যাক্, বাঁচা গেল। একটা হাবা-গোবা চাকর খুঁজছিলুম অনেক দিন ধরে—অ্যাদ্দিনে পাওয়া গেল সেটাকে। একেই বলে বরাত !

॥ ৮ ॥

চোর ধরা পড়ল, বকশিশও জুটল, কিন্তু দারোগার বাড়ী থেকে দামুর আর ছুটি মেলে না। সন্ধ্যেবেলা—যেদিন থানায় বিশেষ কাজ-টাজ থাকে না—সেদিন দামুকে পাক্কা দুটি ঘণ্টা ধরে দারোগার হাত-পা ডলাই-মলাই করতে হয়। আমেজে দারোগার

চোখ বুজে আসে, আর দামু তখন তাঁর কানের কাছে সমানে ভ্যানর-ভ্যানর করতে থাকে : 'আমার হাতি কী হল? অ দারোগাবাবু, আমার হাতি?'

মেজাজী ঘুমটা চটে যায়—দারোগা ভারী বিরক্ত হন বোকা লোকটার ওপর। ধমক দিয়ে বলেন : 'হচ্ছে—হচ্ছে, এত ব্যস্ত কেন?'

'কই আর হচ্ছে! একমাস পেরিয়ে গেল যে।'

'হাতি কি আর চাড্ডিখানি জানোয়ার?'—হাই তুলে দারোগা বলেন, পাঁটা না গোরু যে গলায় দড়ি বেঁধে দিলুম—ব্যা ব্যা, হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে থাকল আর তুই হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে গেলি? অত বড় পেল্লায় একখানা কাণ্ড, তাকে ধরতে বিস্তর হ্যাঁপা। এখন চুপ করে থাক, সময় হলেই এনে দেব, আর তুই তখন তার পিঠে চেপে ড্যাং ড্যাং করতে করতে চলে যাবি।'

বলতে বলতে দারোগা ঘুমিয়ে পড়েন আর ক্যাড়ুং ক্যাড়ুং করে তাঁর নাক ডাকতে থাকে।

আসলে, দামুকে পেয়ে দারোগাবাবুর আর তাঁর গিন্নীর আর সুখের সীমা নেই। মাইনে-টাইনে কিছু তো দিতে হচ্ছেই না—দামু মাইনে চায়ও না—বিনি পয়সায় এমন খাটবার লোক, এমন একটি নিরেট বোকারাম আর কোথায় পাওয়া যাবে? শুধু হাত-পা-ই টেপে নাকি? কুয়ো থেকে বাল্‌তি বাল্‌তি জল তুলে দিচ্ছে, বাগান কোপাচ্ছে, আস্তো আস্তো গাছ হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে কেটে চ্যালা কাঠ বানাচ্ছে, কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মেজে দিচ্ছে। তার ওপরে গোরু চরানো তো আছেই।

দারোগা আর তাঁর গিন্নী দুধ-ক্ষীর এই সব খেতে খুব ভাল-বাসেন—কেই বা না বাসে, বলো? আর পেট পুরে দুধ-ক্ষীর-দই

খাওয়ার জন্যে দারোগা গোটা সাতেক গোরু পুষেছেন। রোজ সকাল বেলা ন'টা নাগাদ বাড়ীর কাজ-কর্ম সেরে দামু বেরোয় গোরু চরাতে। রাতের খানিকটা বাসি রুটি-তরকারি গিন্নী-মা পুঁটলি করে বেঁধে দেন—সারাদিন তাই গিলে বিকেল পর্যন্ত দামু নদীর ধারে গোরু চরায়, তারপর বিকেল হলে গোরুর পাল তাড়িয়ে ফিরে আসে।

গোরু চরাতে দামুর যে খুব খারাপ লাগে তা নয়। বাড়ীতে থাকলেই তো গিন্নী মা-র হাজারো ফাই-ফরমাস, তার চাইতে এ এক-রকম ভালো। নিজের আনন্দে চেঁচিয়ে গান গাওয়া যায়—(এম্‌নিতে কেউ তার গান শুনতে চায় না, হয়তো কেবল প্রাণ খুলে যাত্রাগানের একটা সুর ধরেছে: 'ও ভাই লক্ষ্মণ রে, কোথায় গেল জনক-নন্দিনী'—অম্‌নি চারদিকে সবাই হৈচৈ করে ওঠে: 'থাম্‌-থাম্‌—কান ফেটে গেল') গোরুরাও তার গানে কোনো আপত্তি করে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, একটা লাল-শাদা আর একটা কালো গোরুকে নিয়ে। দারোগার গোরু হলে কী হয়—সে দুটো আইন-কানুন কিচ্ছু মানে না। একবার ছাড়া পেলো তো আর কথা নেই—সঙ্গে সঙ্গেই দে-দৌড়। লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নিয়েও দামু তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না, একেবারে ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে গোরু দুটো।

শুধু ছুটলেও বা কথা ছিল। এর কলাই ক্ষেতে নেমে সব মুড়িয়ে দিয়ে আসে, তার লাউয়ের মাচা টেনে নামায়, ওর বাগান ভেঙে ঢুকে কচি কচি পালং শাকগুলো একেবারে সাফ করে দেয়। গোরু তো নয়—যেন দু-দুটো ডাকাত পুষেছেন দারোগা। তাঁর গোরু বলে লোকে আর তাদের ধরে খোঁয়াড়ে দিতে সাহস পায় না; কিন্তু দামুকে গালাগাল করে একেবারে ধুধ্‌ধুড়ি উড়িয়ে দেয়!

'কেমন বেয়াক্কেলে গো-মুখ্য রাখাল তুমি হে! গোরু সামলাতে পারো না।'

'গো-মুখ্য বলেই তো গোরু চরাই। হি-হি!'—দামু হাসতে চেষ্টা করে।

'আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে? বলি, আমার পালং শাকগুলো সব যে খেয়ে নিলে—তার দাম কে দেবে হে? তুমি?'

'আমি দেব কেন? দারোগাবাবুর গোরু, তাঁর কাছেই যাও না।'

দারোগার কাছে আর কে পালং-লাউ-কলাইয়ের দাম চাইতে যাচ্ছে? জলে বাস করে কুমিরকে ঘাঁটানো—আরে ব্বাস! নিরুপায় লোকগুলো বিড়বিড় করতে করতে চলে যায়—আর দূর থেকে দামুকে গাল পাড়ে।

'কেলেভূত—উন-পাঁজুরে—বেয়াক্কেলে!'

কিন্তু সবাই তো আর নিরীহ ভালোমানুষ নয়। শেষ পর্যন্ত একদিন একজন লোক এসে ক্যাঁক্ করে দামুর টুঁটি টিপে ধরল।

কী তার চেহারা! সেই হাতি-মার্কা জগাই ঘোষকেও বলে তফাত থাকো! বুনো মোষের মতো জোয়ান, মুখে দেড় হাত দাড়ি, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। দামুর ঘাড় চেপে ধরে বললে, 'দে শিগ্গীর, আমার সাত সের ঝিঙের দাম দে!'

সে বজ্র টিপুনিতে দামুর দম আটকে আসবার জো।

'ছাড়ো—ছাড়ো, আমি কোথায় পয়সা পাব মিঞা সাহেব!'

'পয়সা নেই তো আমার ঝিঙেগুলো গোরুকে দিয়ে খাওয়ালি কী বলে?'

'আমি তো খাওয়াই নি—নিজেই খেয়েছে। তোমার ইচ্ছে হয় দারোগাবাবুকে—'

'নিকুচি করেছে দারোগাবাবুর! তুই রাখাল—সব দোষ তোর!' বলে লোকটা দামুকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল, চোখ কপালে চড়ে গেল দামুর।

'আমি—আমি—দারোগাবাবুকে বলে দেব।'

'দে বলে।'—দাড়িওয়ালা লোকটা বিচ্ছিরি করে মুখ ভ্যাংচালো: 'তারপর আবার আসবি তো গোরু চরাতে? তখন তোর মুণ্ডুটি ভেঙে নদীর বালিতে তোকে পুঁতে দেব—এই তোকে বলে গেলুম।'

তারপর ঠাঁই-ঠাঁই করে ক'টা রামচড়। সেই চড় খেয়ে দামু মাথা ঘুরে পড়ে গেল, যখন উঠল তখন দাড়িওয়ালা লোকটা কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।

মনের দুঃখে দামু বসে বসে খানিকটা হাউ মাউ করে কাঁদল। তার পিসিমার কথা মনে পড়ে গেল—কতদিন দেশে যায় নি সে-কথা ভেবে তার আরো কান্না পেতে লাগল। কী কুক্ষণেই যে রুণকুকে হাতি চড়াবার কথাটা বলেছিল সে!

একটু সামলে-সুমলে দেখে সামনেই সেই লাল-শাদা গোরুটা। সাত সের ঝিঙে খেয়ে এসে পরমানন্দে জাবর কাটছে এখন।

'তোর জন্যেই এত কাণ্ড! দাঁড়া—মেরে পোস্বা উড়িয়ে দেব।'

হাতে লাঠি ছিল না—দামু ঠেসে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে গোরুকে। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হ'ল 'ফোঁস্-স!' এক গুঁতোয় গোরু দামুকে চিত্ করে দিয়ে—ল্যাজ তুলে, হন হন করে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগলো।

সেদিন বাড়ী ফিরে দামুর আর ধৈর্য থাকল না। একে চড়ের জ্বালা, তার ওপরে গোরুর গুঁতো—মানুষের শরীরে আর কত সয়! দামু সোজা গোঁ-গোঁ করতে করতে দারোগা বাবুর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

'শিগ্‌গীর হাতি দিন আমার। আমি চলে যাব।'

দারোগা মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে বললেন, 'চলে যাবি মানে?'

'মানে চলে যাব। আর আমি গোরু চরাতে পারব না।'

'পারবি না—বটে:'—দারোগা মিটমিটে চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ: 'যাবার চেষ্টা করেই দ্যাখ্‌ না। তোকে আমি তখুনি ধরে চোর বলে হাজতে পুরে দেব।'

'চোর বলে—অ্যাঁ?'—দামু শুনে আকাশ থেকে পড়ল: 'কেন, আমি কী চুরি করিচি তোমার?'

'আমার চুরি করবি কেন? গাঁ-সুদ্ধু লোকের ঘরে সিঁধ দিয়েছিস।'

'আমি!'

হুঁকোয় একটা জবর টান দিয়ে দারোগা বললেন, 'আলবাৎ। সিঁদেল চোর না হলে আর অমন বিট্‌কেল চেহারা হয় কারুর? তুই পটাই চোরের দলের লোক—আমি বুঝেছি।'

'আমি পটাই চোরের দলের?'—দামু ক'টা খাবি খেলো শুনে: 'বা রে, আমি তাকে ধরিয়ে দিলুম, আর শেষে আমাকেই—'

'হাঁ-হাঁ, তোকেই—তোকেই'—হাঁড়ির মতো মুখ করে দারোগা বললেন, 'আমি বিশ বছর ধরে পুলিশে চাকরি করছি, চোর চিনি নে? কত ঘোড়েল চোরকে জেলে পাঠিয়ে ঘানি

ঘোরালুম, আর তুই তো তুই।'—দারোগা হুকোয় আর একটা টান দিয়ে বললেন, 'আমি সব জানি। চুরির বখরা নিয়ে পটাইয়ের সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েছিল, তাই তুই তার ঘাড়ে চড়াও হয়ে ধরিয়ে দিয়েছিস, আর দিব্যি ভালোমানুষ সেজে সরকারের কাছ থেকে বকশিশ নিয়েছিস। আমি ইচ্ছে করে তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ফের যদি হাত্তি-হাতি করে চ্যাঁচাবি কিংবা এখান থেকে সটকাতে চাইবি—তা হলে তোকে তখুনি আমি হাজতে চালান করে দেব। তারপরে পাক্কা ছ'টি মাস জেল।'

'অ্যাঁ!'—

দামু হাঁ করে চেয়েই রইল, আর কথা ফুটল না তার মুখ দিয়ে।

দারোগা বললেন, 'আর যদি জেল খাটতে না চাস, তা হলে যেমন আছিস, তেমনি থাক্—বাসন-টাসন মাজ, কাঠ চ্যালা কর, গোরু চরা। তোফা আরামে থাকবি। এই তোকে সাফ কথা বলে দিলুম। এখন যা—খানিক সর্ষের তেল এনে ভালো করে আমার হাঁটুতে মালিশ করে দে। বেশ টনটন করছে—বাতই হ'ল কিনা কে জানে!'

এই বলে দারোগা পরম আরামে হুঁকো টানতে লাগলেন। আর তাঁর সেই মোক্ষম কথাগুলো শুনে গোটা তিনেক খাবি খেয়ে, দামু হুঁকোর মতো মুখ করে গিন্নী-মার কাছে সর্ষের তেল আনতে চলে গেল।

মুচকি হেসে দারোগা মনে মনে বললেন, 'পুলিশের খপ্পরে পড়েছ বোকারাম—এত সহজেই কি আর ছাড়ান পাবে? হুঁ—হুঁ—হুঁ—'

॥ ৯ ॥

হাঁড়ির মতো মুখ করে দামু দারোগার পায়ে তেল মালিশ করতে লাগল, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন দারোগা, গুর গুর করে নাক ডাকতে থাকল তাঁর। তখন দামু উঠে পড়ল সেখান থেকে, তারপর দারোগার বাসা থেকে বেরিয়ে সুড় সুড় করে এসে থানার বারান্দায় বসে পড়ল।

ঈস্, প্যাঁচখানা দ্যাখো একবার। কী কুক্ষণেই যে সে হাতির বাচ্চা ভেবে পটাই চোরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল, তারপর থেকেই এই যাচ্ছেতাই কাণ্ড! পটাই এখন কোনো জেলে আছে নিশ্চয়, অনেক ভালোই আছে তার চাইতে। সেও তো কয়েদী, দারোগাবাবুর হাত থেকে ছাড়া পাবার কোনো রাস্তাই তো দেখা যাচ্ছে না। জেলে গেলে নাকি ঘানি ঘোরাতে হয়, পটাইও নিশ্চয় ঘোরাচ্ছে, কিন্তু দামুর মনে হ'ল তার চাইতে অনেক সুখেই আছে সে। তাকে তো আর দুটো হাড় বজ্জাত গোরু চরাতে হয় না, সেই গোরুর গুঁতো খেতে হয় না, কোত্থেকে একটা দাড়িওলা বিট্‌কেল লোক এসে তাকে ঠাঁই-ঠাঁই করে চাঁটিয়ে দেয় না! আর কাঠ চ্যালা করা—ওঃ! একদিন তো কুড়ুল ফসকে তার একখানা পা-ই চ্যালা হয়ে যাচ্ছিল!

অথচ, দারোগাবাবুকে কী নিপাট ভালোমানুষটিই মনে হয়েছিল তখন! এমন মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বললেন যে দামু ভেবেছিল—গণ্ডা গণ্ডা হাতি তাঁর গোয়াল ঘরে বাঁধা আছে, যখন

ইচ্ছে দামুকে একটা বের করে দেবেন। দ্যাখো এখন! হাতি তো দূরে থাক্ চলে যেতে চাইলে হাজতে পুরে দেবেন বলে শাসাচ্ছেন—আর বলছেন সে-ও পটাই চোরের দলের লোক।

এখন কী করবে সে? পালাবে?

কিন্তু পালিয়ে কি রেহাই মিলবে দারোগার হাত থেকে? ঠিক চৌকিদার পাঠিয়ে ধরে আনবেন, তারপর বরাতে যে কী আছে ভগবানই জানেন। তা অমন ধড়ীবাজ দারোগার খপ্পরের চাইতে জেলে ঘানি ঘোরানোও ভালো। কিন্তু—কিন্তুক্—হাতির কী হবে? যেমন করে হোক রুণ্কুকে যে হাতি চাপাতেই হবে তার। রুণ্কু—দা-ঠাকুর—সকলে যে তারই জন্যে পিত্যেশ করে বসে আছে!

দামুর ইচ্ছে হ'ল, খানিকক্ষণ ডাক ছেড়ে গাঁ-গাঁ করে কাঁদে, পিসিমার নাম ধরেই কাঁদে। এই দারুণ বিপদে পিসিমা কাছে থাকলে যা-হোক একটা উপায় বাত্লে দিতে পারত। খুব বুদ্ধি আছে পিসিমার। কিন্তুক্, এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে কোথায় পাওয়া যাবে পিসিমাকে?

'আরে ফাগুয়াকে রাত হো,
শ্যাম হোরি খেলে হো,
আরে লালে লাল হো,
আরে চ্যারারা-রা-রা-রা—'

বিকট গানের আওয়াজে বেজায় রকমের চমক খেলো দামু, থানার বারান্দা থেকে নীচে ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে অনেক কষ্টে সামলে গেল। খাকি শার্ট পরে, দেহাতি চামড়ার জুতো মচমচিয়ে থানার কন্স্টেবল ছত্তেরি সিং আসছে। তারই মোটা গোঁফের ফাঁক দিয়ে বেরুচ্ছে এই ভয়ঙ্কর গান:

"আরে ফাগুয়াকে রাত হো, চ্যা-রা-রা-রা—" ! ফাগুয়া—মানে দোলের বেশ দেরি আছে, কিন্তু ছত্তেরি সিং এখন থেকেই মশ্‌গুল। আজ সারা সকাল বসে বসে সে তার ঢোলে নতুন করে ছাউনি দিয়েছে।

থানার বারান্দায় যে কেরোসিনের আলোটা ঝুলছিল, তাইতে দামুর প্যাঁচা-মার্কা মুখখানা দেখতে পেল ছত্তেরি সিং। গান থামিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে এল দামুর দিকে

—এ দামু ভেইয়া, ক্যা ভইল্ বা ?

—কী আর হবে সেপাইজী ? মন-মেজাজ ভারী খারাপ।

—কেনো ? মেজাজ খরাব হইলো কেনো ?—ছত্তেরি সিং মুচ্‌কি হাসল ঃ হাঁথি নেহি মিলা ?

দামুর হাতির গল্পটা সকলেরই জানা। ছত্তেরি সিংও জানে।

—কোথায় হাতি ?—আরো ব্যাজার হয়ে দামু বললে, খালি বলেন, হবে—হবে। আজ অ্যাদ্দিন হয়ে গেল, হাতির ল্যাজ অবধি দেখতে পেলুম না। আজ রাগ করে বলেছিলুম, চলে যাব—তাতে শাসিয়ে বলেছেন, তা হলে আমায় চোর বলে হাজতে ভরে দেবেন। ইকি ল্যাঠায় পড়লুম বল দিকিনি সেপাইজী !

ছত্তেরি সিং এবার আর হাসল না। দামুর পাশে এসে বসে সে গম্ভীর ভাবে হাতের তেলোয় খইনি ডলতে লাগল। তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, আভি হম তো সব কুছ্‌ সমঝ্‌লাম) সব কিছু বুঝে ফেলেছি)।

দামু আকুল হয়ে বললে, কী সমঝালে সেপাইজী ?

—বড়বাবুকে (মানে দারোগাকে) হামার কথা তুমি বোল্‌বে না ?

—না, বলব না।

—হামি জানে, বড়বাবু তুমাকে ছোড়্বে না।

—ছাড়বে না ? কেন ?

—আরে মাহিনা দিতে হোবে না, কুছু না—এমন নোকর (চাকর) বড়বাবু ছোড়বে ? অ্যায়সা আদমি নেহি ! বড়বাবু তুমাকে কভি ছোড়্বে না।

—বা-রে !—দামু ফ্যাঁস করে উঠল : বিনা মাইনেয় ওঁর চাকরি করবার জন্যে বুঝি আমি দেশ-গাঁ ছেড়ে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে এসে পড়ে আছি ? আমার হাতির তাহলে কী হবে ?

—হাঁথি-হাঁথি !—এক খাবলা খইনি মুখে পুরে ছত্তেরি সিং বললে, হামি একটা সচ্ বাত্ (সত্যি কথা) বোল্বে দামু দাদা—তুমি গোঁসা করবে না। তুমি বহুৎ বুদ্ধু (বোকা) আছে। আরে দারগাবাবু হাঁথি কাঁহাসে পাবে ? মাজিস্টর (ম্যাজিস্ট্রেট) সাহেব ভি হাঁথি মিলাতে পারে না—উ তো রাজা-মহারাজা কা জান্বর (জানোয়ার) আছে।

—তা হলে কী হবে সেপাইজী ? —দামু এতক্ষণে কেঁদে ফেলল : সারা জন্ম আমায় এমনি করে দারোগাবাবুর গোরু চরাতে আর কাঠ ফাড়তে হবে নাকি ?

ছত্তেরি সিং বললে, হামি বোলে কি, তুমি হিঁয়াসে ভাগো !

—ভাগব ?

—জরুর। আভি ভাগো। আজ রাতমে ভাগো।

—যদি ধরে আনে ?

—কেইসে ধরবে ? আরে দাদা—তুমার ডর কী আছে ? তুমি তো চোরি-উরি কুছ করে নি। তুমি বুদ্ধু আছে—তাই বড়

বাবু ঝুটমুট উ-সব বাত বোলে। তুমাকে কোই ধরবে না। ভাগ যাও।

—কিন্তু হাতি কোথায় পাবো?—আকুল হয়ে জানতে চাইল দামু।

—হাঁ, ওহি বাত। আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ভাবল ছত্তেরি সিং। তারপর বললে, হাঁ, এক কাম করো। তুমি আসাম মে চলা যাও।

—আসাম!—অবাক হয়ে দামু হাঁ করল: সে আবার কোথায়?

—কুছ দূর তো হোবে।—ভেবে চিন্তে ছত্তেরি সিং বলতে লাগল: রেল গাড়ী মে চড়ে যেতে হয়। উহা পর হাঁথি মিল সকৃতা (ওখানে হাতি পাওয়াও যেতে পারে)।

—ওখানে হাতি থাকে বুঝি?

—হাঁ, বহুৎ। জঙ্গল মে থাকে। উঁহাসে তো হাঁথি ধরে হামার দেশে শোনপুরের মেলায় বেচতে লিয়ে আসে। তুমি আসাম মে যাও।

দামু একটু চুপ করে রইল। নানা অবস্থায় পড়ে এতদিন সে বুঝেছে, হাতি জোগাড় করা সোজা নয়, অনেক টাকা লাগে। বক্‌শিশের একশ টাকা আর ট্যাকের ক-টা টাকা দিয়ে আর যা-ই করা যাক—হাতি কেনা যায় না।

মাথা চুলকে দামু বললে, কিন্তু আমি কি হাতি কিনতে পারব?

—আরে—তুমি কিনবে কেমন কোরে? রাজা-মহারাজা সব কোই পারে না, জিলার মাজিস্টর সাহেব ভি পারে না। যে লোগ হাঁথি ধরে—উস্‌কে পাস যাও। কাম-উম্ করে দাও—

সাথ-সাথ রহো (কাজ-টাজ করে দাও, সঙ্গে সঙ্গে থাকো)—খুশ্ করো, উস্‌কে বাদ একঠো হাঁথি বখ্‌শিশ মাঙ্গ (চেয়ে) লেও।

—দেবে ?

—দে স্‌কতা (দিতেও পারে)। খুশি হোলে কেনো দিবে না ?

আর বলতে হ'ল না। দামু লাফিয়ে উঠল এবার।

—সেপাইজী, আমি আসামেই যাব।

—হাঁ যাও।—ছত্তেরি সিং ভরসা দিয়ে বললে, কুছ ডর নেহি দাদা, তুমি বহুৎ ভালা আদমি আছে—তুমার ভালা হোবে। এখানে বড়বাবু তোমাকে বুদ্ধু বানিয়েছে, তাই হামার বহুৎ দুখ্‌খো হইলো—এহি শলা (পরামর্শ) তুমাকে দিলাম। চলা যাও ভাইয়া—আজ্‌হি চলা যাও।

দামুর চোখ জলে ভরে গেল !

—সেপাইজী, খুব উব্‌গার করলে আমার। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দাদা, হাতি যদি পাই তোমাকে পেট ভরে আমি মোণ্ডা খাওয়াব।

—আচ্ছা-আচ্ছা, আগে হাঁথি মিলে, তবে তো !—ছত্তেরি সিং হাসল।

সেই রাতেই রওনা হ'ল দামু। দারোগা আর তাঁর গিন্নী তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। ছত্তেরি সিং তাকে স্টেশনের রাস্তা বলে দিয়েছিল। মাইল পনেরো রাস্তা বাসে চেপে যেতে হয়। কিন্তু পাড়া-গাঁয়ে আর অত রাতে বাস কোথায় ? তা ছাড়া ছত্তেরি সিং-এর কথায় দামুর ভরসা নেই—বাসে যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে আর দারোগাকে গিয়ে খবর দেয় ? সর্বনাশ ! উহুঁ, বাস পেলেই চেপে বসবে, দামু এমন কাঁচা ছেলে নয়।

লম্বা লম্বা ঠ্যাংয়ের কাছে পনের মাইল কিছুই নয়—দামুর

হাঁটবার অভ্যেস আছে, দেখতে দেখতে সে পথ পেরিয়ে গেল। চতুর্দশীর জ্যোৎস্না ছিল আকাশে, কোনো অসুবিধে হ'ল না। কেবল দু-চার বার তাকে দেখে গাঁয়ের কুকুরগুলো খেউ-খেউ করে উঠেছিল—কয়েকটা শেয়াল খ্যাঁচম্যাচ করে এদিক-ওদিক ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল, একজন চৌকিদার 'কে যায় গো' বলে হাঁক দিয়ে দামুর সামনে এসেই—ওই বিকট মূর্তি, মস্ত পাগড়ি আর লম্বা লাঠি দেখে, ভূত ভেবে—'বাবা গো, বলে দৌড় দিয়েছিল। আসাম যাওয়ার উৎসাহে দামু এসব কিছুই গায়ে মাখে নি; থানার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে মাইল পাঁচেক এসেই সে একটা করুণ গান ধরেছিল—'ও রাম, কেন তুই যাবি বনবাস'—আর এই গান গাইতে গাইতেই ঠিক ভোর বেলায় এসে সে রেলের ইষ্টিশনে পৌঁছে গেল।

আসাম যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে—

তার আগেই দামুর চোখে পড়ল স্টেশনের লাল ইটের দেওয়ালে ছবিওলা একটা মস্ত পোস্টার। হাতি-ঘোড়া-বাঘ-ক্লাউন—তারের ওপরে সাইকেল চালাচ্ছে মেয়েরা, ফ্লাইং ট্রাপিজ থেকে একজন শূন্যে উড়ে যাচ্ছে। আর—আর লেখা আছে দি গ্রেট হিমালয়ান সার্কাস। চমকপ্রদ হাতি আর বাঘের খেলা। রহিমপুরের মেলায় দেখানো হইতেছে। এমন সুযোগ—

দামু সামান্য যে-টুকু লেখাপড়া জানত, তাতে ওটুকু সে এক রকম পড়ে ফেলল। নেচে উঠল তারপরেই।

সে কোথায় যাবে ঠিক হয়ে গেছে। আসাম নয়—রহিমপুরে।

॥ ১০ ॥

এই সকাল বেলাতেই একজন লোক ইষ্টিশনের বাইরে বসে, একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে, শিশিরে ভিজে ভিজে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে, কুড়মুড় কুড়মুড় করে মুড়ি খাচ্ছিল আর একটা পাকা লঙ্কায় একটু একটু করে কামড় দিয়ে হুস-হুস করে শিস টানছিল। দামু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খাওয়া দেখল, তারপর ডাকল, 'ও মশাই!'

লোকটি বললে, 'উ—হু—উস্। আমায় কিছু বলছ?'

'এজ্ঞে আপনাকেই তো!'

'হুস্—কুড়মুড় কুড়। তা কী বলবে বলে ফ্যালো।'

এজ্ঞে সার্কেসটা কোন্ দিকে হচ্ছে?'

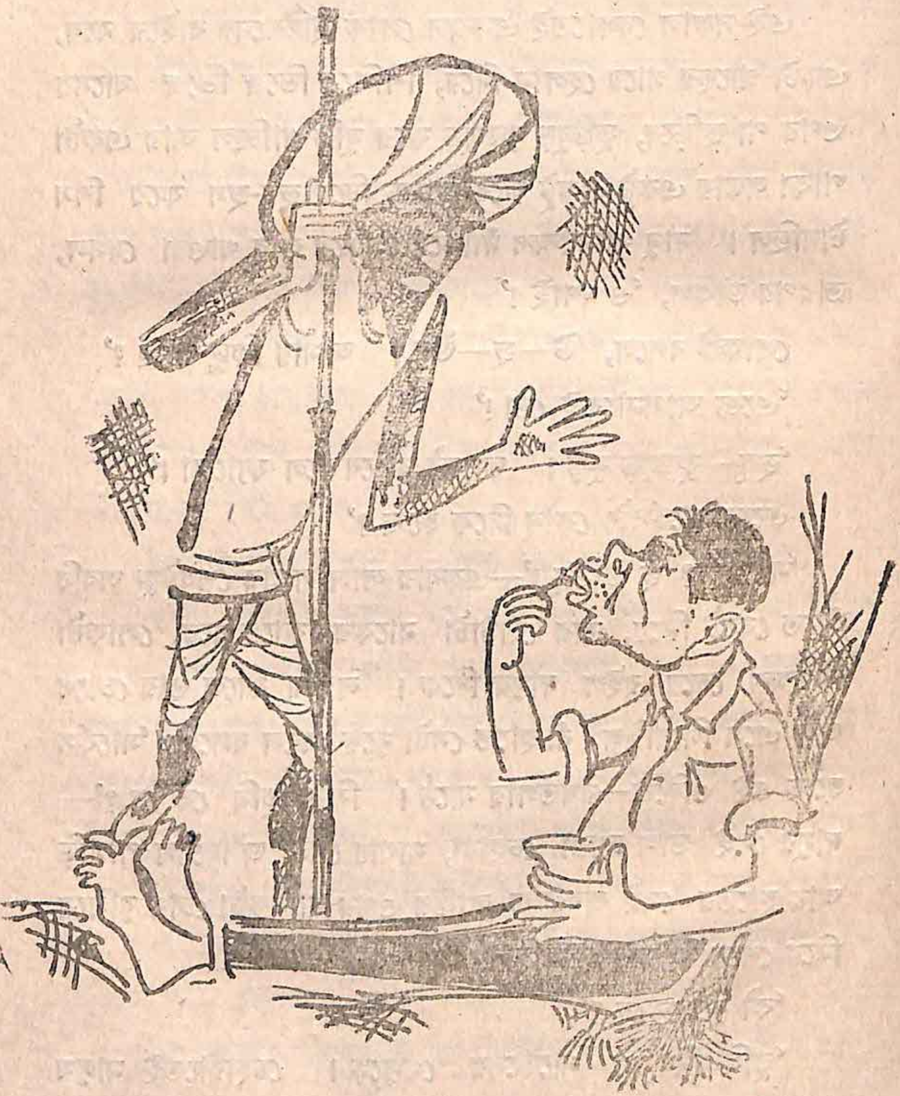
'সার্কেস? হু উ-উস্!'—একবার লাল লঙ্কার শেষটুকু অবধি দাঁতে কেটে নিয়ে, তার বোঁটাটা নাকের কাছে ধরে, লোকটা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দামুর দিকে। লঙ্কার ঝালে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল, বাঁ-হাতে সেটা মুছে ফেলে বললে, 'সার্কেস হচ্ছে ওই ওদিকে—রথতলার মাঠে। কিন্তু তুমি কে হে?'—দামুর সেই তাল ঢ্যাঙা চেহারা, মাথায় সেই জাঁদরেল পাগড়ি আর হাতের সেই জবরদস্ত লাঠির ওপর খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে শেষে বললে, 'বুঝিচি।'

'কী বুঝেছ হে?'

'তুমি নির্ঘাৎ সার্কেসের খেলুড়ে। চেহারাতেই মালুম হচ্ছে।'

দামু আপত্তি করে বললে, 'না, আমি কখনো সার্কেসের খেলুড়ে নই।'

'বললেই হল দাদা ? কুড়-কুড়-কুড়। সার্কেসের লোক না হলে এমন উদ্‌ভুট্টে চেহারা হয় কারুর ? তোমায় রাতের বেলা



বোঁটাটা নাকের কাছে ধরে

রাস্তায় দেখলে আমারই যে ভিরমি লেগে যেত হে !'

দামু রাগ করে বললে, 'মেলা বোকো না। আমার চৌদ্দ পুরুষ সার্কেসের খেলুড়ে নয়।'

'তাই নাকি? হু-উ-স! তবে তুমি কোথায় খেলা দেখাও দাদা? কুড়-মুড়-কুড়। রাত-বিরেতে আম গাছ জাম গাছে নাকি? রাম—রাম—রাম! ভুত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে—'

'ধ্যাত্তোর—কী একটা বেহেড লোকের পাল্লায় পড়লুম।'—দামু গজ গজ করতে লাগল: 'তুমি বকর বকর করো বসে আর মুড়ি গিলে মরো—আমি যাচ্ছি।'

পেছন থেকে খ্যাকর খ্যাকর করে হাসতে থাকল লোকটা। দামু হন হন করে চলল রথতলার মাঠের দিকে।

চিনিয়ে দিতে হল না সার্কাসের তাঁবু, তার মাথার ওপর দিয়ে দড়িতে লাল-নীল পতাকার সার অনেক দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল। তার সামনে পৌঁছে দামু খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল। ওরেব্বাস্—কত ছবি টাঙিয়েছে এখানে ওখানে! সাইকেলে চেপে বাঁদর চলে যাচ্ছে—দড়ির দোলনা থেকে কারা যেন পরীর মতো আকাশে উড়ে চলেছে, হাতিরা লাল বল নিয়ে খেলা করছে, একজন আবার রাজপুত্তুরের মতো পোশাক পরে—হাতে চাবুক নিয়ে তিন-তিনটে সিঙ্গীকে শাসাচ্ছে।

কিন্তু দামু সব ছবি দেখছিল না—তার নজর শুধু হাতির দিকে। আহা—অমন একখানা হাতি যদি তিন দিনের জন্যও তাকে দেয়। শুধু যে রুণকু দিদিকে পিঠে চাপিয়ে দাদুর বাড়ীতে নিয়ে যাবে তা নয়—দিদির সঙ্গে রাঙা বল নিয়ে এক-আধটু খেলাও করবে হয় তো। কী চমৎকার যে হবে তা হলে! ভাবতে গিয়ে হাততালি দিয়ে নেচে উঠতে ইচ্ছে হল দামুর।

সামনের বড়ো গেটটা পেরিয়ে দামু একেবারে তাঁবুর কাছে চলে এল। বাইরে একটা খাঁচার ভেতরে চার-পাঁচটা বাঁদর লাফালাফি করছিল, কয়েকটা বাচ্চা গাঁয়ের ছেলে হাঁ করে বাঁদর দেখছিল আর বাঁদরগুলো ভেংচি কাটছিল তাদের। দামুও কিছুক্ষণ সে-সব দেখল। তিনটে ঘোড়া ইঁ-হিঁ-হিঁ করছিল এক জায়গায় আর শাদা পোশাক-পরা দুজন লোক বালতি করে জল দিচ্ছিল, একজন মালকোঁচা মারা গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান থাবড়ে থাবড়ে গা পরিষ্কার করছিল তাদের।

দামু এদিক-ওদিক তাকালো। কিন্তু যে হাতির জন্যে সে এখানে এসেছে, তাদের কাউকে সে দেখতে পেলো না। সার্কাসের হাতি দুটোকে ছেলেপুলেরা বিরক্ত করে বলে ম্যানেজার তাঁবুর ওপাশে—ভেতর দিকে বেঁধে রেখেছিল তাদের।

যারা ঘোড়া ধোয়াচ্ছিল, এবার তাদের নজর পড়ল দামুর দিকে। বেড়ে মূর্তিটি তো! এমন জীব তো সহজে চোখে পড়ে না!

একজন জিজ্ঞেস করলে, 'ওই ওহে—তোমার নাম কী?'

সাহস পেয়ে দামু বললে, 'আমি? আমার নাম দামু দাস।'

'সার্কাসে চাকরি করবে?'

শুনে যে দামুর মনটা একবার ছটফট করে উঠল না, তা নয়। সার্কাসের চাকরি? আহা—তার মতো সুখের আর কী আছে! রোজ বিনি পয়সায় হাতি-ঘোড়া-বাঘ-ভাল্লুকের খেলা দেখা যাবে, হয়তো বা হাতিতে চড়াও যাবে কখনো কখনো। লোকে কত খাতির করবে—বলবে, সাবাস—সার্কাসের খেলুড়ে। হয়তো অনেক মাইনেও দেবে—কে জানে, এক কুড়ি টাকাই কিনা!

কিন্তু তা হয় না। আগে রুণ্কু দিদির জন্যে হাতি যোগাড় করে তবে অন্য কথা। দামু গম্ভীর হয়ে বললে, 'না—আমি এখন চাকরি করব না।'

'কেন হে—আপত্তি কী?'—একটা লোকের নাকের নীচে মাছির মতো একটু গোঁফ ছিল, সে মিটমিট করে হেসে বললে, 'আমাদের খাঁচায় শিম্পাঞ্জী নেই—অনেক দাম, তুমি থাকলে তোমাকে দিয়েই কাজ চলে যেত।'

'শিম্পাঞ্জী?'—দামু অবাক হয়ে গেল: 'সে কাকে বলে?'

'নিজেই তো তুমি শিম্পাঞ্জী হে—চেনো না? বেশ খাঁচায় থাকবে—কলাটা মুলোটা খেতে দেব—নেচে নেচে খেলা দেখাবে—হি-হি-হি!'

সব লোকগুলো এক সঙ্গে হাসিতে গড়িয়ে পড়ল।

দামু বোকা হলেও বুঝতে পারল এরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে, আর শিম্পাঞ্জী নিশ্চয় কোনো জানোয়ারের নাম। বানর-টানরই হবে হয়তো বা।

দামু গজ গজ করে বললে 'আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কইব না। সার্কেসের মালিকের সঙ্গে দেখা করব।'

'মালিক? তার সঙ্গে তোমার কী কাজ?'

'দরকারী কথা কইব।'

'দরকারী কথা!'—লোকগুলো একটু অবাক হয়ে হাসি বন্ধ করল: 'কী কথা?'

'তাঁর ঠেঁয়ে বলব।'

লোকগুলো একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর একজন এগিয়ে এসে বললে, 'আমাকে বলতে পারো, আমিই মালিক।'

দামুর ঠিক বিশ্বাস হল না! কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে 'একটা জিনিস আমি চাইতে এসেছি। এই তিন দিনের জন্যে।'

'কী সেটা?'

'একটা হাতি।'

'কী বললে?—লোকগুলো একসঙ্গে হাঁ করল: 'কী বললে তুমি?'

দামু আবার গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে: 'হাতি—একটা হাতি।' রুণ্‌কু দিদির ওখানে নিয়ে যাবো—দিদি সেটাকে চেপে দাদুর বাড়িতে—'

দামুর কথাটা শেষ হতেও পেলো না! লোকগুলো চার-দিক ফাটিয়ে হেসে উঠল হা-হা করে। একজন বললে, 'পাগল,' আর একজন বললে, 'দে ওর মাথাটা ঠাণ্ডা করে।'

ঝপাৎ—ছলাস! একেবারে পুরো এক বাল্‌তি ঘোড়া ধোয়ানোর ময়লা জল এসে পড়ল দামুর মুখে। সেই জলের ঘায়ে উল্‌টে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে দামু দেখল, আর এক বালতি তুলে ধরেছে আর একজন!

'গিছি গিছি—বাবা গো—'বলে টেনে দৌড় দিলে দামু। যে বাচ্চাগুলো এতক্ষণ বাঁদরের ভেংচি দেখছিল, 'পাগলা-পাগলা' বলে তারাই তাড়া করল দামুকে।

ছুটতে ছুটতে দামু চলে এল প্রায় গাঁয়ের বাইরে। তারপর সামনে একটা জংলা বাগানের ভেতরে মস্ত একটা পোড়ো বাড়ী দেখতে পেয়ে ঢুকে গেল তার ভেতরে।

না ঢুকে উপায় ছিল না। প্রায় শ' তিনেক ছেলে তার পিছু নিয়েছিল আর সমানে গলা ফাটিয়ে চ্যাচাচ্ছিল: 'পাগ্‌লা

—হাতি পাগ্‌লা।' দামু এতক্ষণে বুঝতে পারছিল, হাতির নাম শুনলেই সেই জগাই ঘোষ অমন করে ক্ষেপে যায় কেন।

একটা ভাঙাচুরো অন্ধকার ঘরের ভেতরে, ইটের ওপর মাথা রেখে সারাদিন মনের কষ্টে চুপ করে পড়ে থাকল দামু। আজকে তার কিছুই খাওয়া হয়নি—দারুণ দুঃখে সেই খিদের কথাটাও একেবারে ভুলে গেল সে। পাওয়া গেল না—হাতি-পাওয়া গেল না। দাদাঠাকুরের অপমান হল, রুণকু দিদি দাদুর বাড়ীতে যেতে পারল না, দামুর কথার খেলাপ হয়ে গেল। না—সে আর দেশে ফিরবে না। এইবার একদম বিবাগী হয়ে —যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই চলে যাবে।

ছত্তেরি সিং বলেছিল, আসামের জঙ্গলে হাতি ধরে, সেখানে গেলে চেয়ে-চিন্তে একটা হাতির বাচ্চা আনা যায়। কিন্তু তারাও কি দেবে! হয়তো এমনি পাগল বলেই তাড়িয়ে দেবে তাকে। দামুর গাঁয়ের কথা মনে পড়ল, পিসিমার কথা মনে পড়ল, ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল দামু।

দিনটা এইভাবে কেটে গেল, বেলা পড়ল, সন্ধ্যার অন্ধকার নামল পোড়ো বাড়ীতে—ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে লাগল, দামুর ভয় ধরে গেল।—ভাবল, এই বেলা উঠে পড়ি এখান থেকে—আঁধারে আঁধারে পালিয়ে যাই স্টেশনের দিকে। এমন সময়—

এমন সময় হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজ। কারা যেন চুপি চুপি কথা কইছে!

ভূত? পিলে চমকে উঠল। তারপরেই দামুর চোখে পড়ল, ঘরটার ফাটা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে আলো আসছে। পাশের ঘরে কারা যেন কথা বলছে।

দামু চোখ এগিয়ে নিলে ফাটলের দিকে।

আর পরিষ্কার শুনতে পেল : 'হাঁ, ওই সার্কাসের তাঁবুতে। আজ রাত্তিরেই আগুন দিতে হবে—ব্যাটাচ্ছেলেরা কালু নস্করকে চেনে না।'

আরো খাড়া হল দামুর কান, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার।

শুনতে শুনতে দামুর যে কেবল কান খাড়া হল তা নয়, সারা বুক ধড়ফড় করতে লাগল, হাত-পা হিম হয়ে আসবার জো হল। বলে কী লোকগুলো! সার্কেসের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেবে! ই কি সব্বোনেশে কথা গো!

কালু নস্কর বলে লোকটার কালো-কালো বেঁটে চেহারা, হাত ভর্তি বড়ো বড়ো রোঁয়া, নাকের নিচে ছাঁটামতন গোঁফ আর মুখে ইয়া ইয়া দাঁত। রেগে সে দাঁত কশ্ কশ্ করছিল আর গোল-গোল চোখ দুটো তার বন্ বন্ করে পাক খাচ্ছিল। দেওয়ালের ফাটল দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় দামু তার যেটুকু দেখল—আত্মারামকে আতকে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

কালু নস্কর বললে, 'বুঝিচিস তো হেবো?'

হেবো বললে, 'বিলক্ষণ—বুঝিনি আবার! এক টিন কেরোসিন ঢেলে দেব তাঁবুর গায়ে। তারপরে একটা দেশলাইয়ের কাঠির ওয়াস্তা। ব্যাস্—খেল খতম্।'

'খতম বলে খতম। আর কারদানি করে সার্কাস দেখাতে হচ্ছে না বাছাদের! আমি কালু নস্কর—সাতখানা গাঁয়ের ঝানু কাপ্তান—আমাকে পাশ দেবে না? বলে, বিনি-পয়সায় সার্কাস দেখা যায় না—রাস্তায় মাদারীর খেল দ্যাখো গে। ঠিক আছে—এবার তোদেরই আমি মাদারীর খেল দেখাচ্ছি'—কালু এমন করে দাঁত বের করল যে দামুর মনে হল, এখুনি সে কাউকে খ্যাঁক করে কামড়ে দেবে।

হেবো বললে 'মাঝ রাতে তো?'

'মাঝ রাতে বই কি। সামনেই ওদের লোক জেগে থাকে, পেছনে বড়ো কেউ থাকে না—সে আমি নজর করে দেখেছি।



আমি কালু নস্কর, সাতখানা গাঁয়ের ঝানু কাপ্তান

আর থাকলেও—বুঝলি তো—আমরা তিনজন আছি, জাপটে ধরে কপ্ করে হাত-মুখ বেঁধে ফেলব।'

সঙ্গে যে আর একটা জোয়ান লোক ছিল, সে বললে, 'আর

মাথায় গোটাকতক গাট্টা মেরে একেবারে চুপ করিয়ে ফেলব।'

কালু বললে, 'ঠিক আছে, এই কথাই তা হলে রইল। চল—উঠে পড়ি এবার। ওদিকে আবার সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করতে হবে।'

হেবো লণ্ঠন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কালু আর জোয়ান লোকটাও উঠল। তারপর তিনজনে যে সুট্ করে কোন্ দিকে চলে গেল, দামু তা আর ঠাহর করতে পারল না।

পোড়ো জংলা বাড়ীটাকে ঘিরে তখন অথই অন্ধকার নেমেছে। দামু মশার কামড় খেতে খেতে প্যাঁচার ডাক শুনতে শুনতে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। স্বপ্ন দেখলুম নাকি? সার্কেসের তাঁবুতে—মাঝ রাত্তিরে—এক টিন কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবে? পটাই চোর কোথায় লাগে এদের কাছে? এরা তো ডাকাতের ওপরেও এক কাঠি।

সব্বোনাশ—সব্বোনাশ! এখুনি তো সার্কেসওলাদের খবরটা দিতে হয়।

দামু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। ঘরের বাইরে মুখ বের করে দেখল—চারদিকে শুধু অন্ধকার, এখানে ওখানে ইটের পাঁজা, গাছপালাগুলো কালো কালো ভূতের মতো দুলছে। না—জন-মনিষ্যিরও সাড়া নেই কোথাও। কালু নস্করের দলবল সেই অন্ধকারের ভেতরে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।

দামু উঠে পড়ল। তারপরেই টেনে দৌড়।

আর কোথাও নয়—একেবারে সোজা সার্কাসের তাঁবুর দিকে।

তখন সার্কাস আরম্ভ হয়ে গেছে। একেবারে জম-জমাট। শুধু এই গঞ্জই নয়, চারদিকের সব গাঁ ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে

সার্কাস দেখতে। ভেতরে চলছে ছুটন্ত ঘোড়ার খেলা। সার্কাসের মালিক নিজেই রিং-মাষ্টার, ঘোড়া আর বাঘ-সিঙ্গীর খেলা সে-ই দেখায়। বেশ জবরদস্ত পোশাক পরে, গলায় মেডেলের মালা ঝুলিয়ে—চাবুক শাঁই শাঁই করে ঘোড়ার দৌড় করাচ্ছে। ওদিকে আবার দু'জন ক্লাউন নেমেছে এসে—একজন একটা ঘোড়ার পেট ধরে ঝুলছে আর একজন ঘোড়ায় চাপতে গিয়ে ধপাস ধপাস করে আছাড় খাচ্ছে। হেসে কুটপাট হচ্ছে লোক, ক্ল্যাপও দিচ্ছে ঘন ঘন।

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে দামু এসে গেটে হাজির।

'আমি সার্কেসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব—এক্ষুনি।'

'কেন—কী দরকার?'

'ভীষণ ব্যাপার আছে একটা। সব্বোনাশ হয়ে যাবে।'

দামুর বিট্‌কেল চেহারা আর তার ভাব ভঙ্গি দেখে, গেট-কীপার চটে গেল।

'এঃ, ভারী একটা লাট সায়েব এসেছেন—সব্বোনাশ হয়ে যাবে! যাও—যাও—মেলা ঝামেলা কোরো না। ম্যানেজার এখন খেলা দেখাচ্ছেন—কিছু বলতে হয়, সকালে এসে বোলো।'

'না—এখুনি বলতে হবে। পথ ছেড়ে দাও শিগগীর—বলে দামু গেট-কীপারকে ধাক্কা মারল একটা।

'আরে—আচ্ছা লোক দেখছি তো।' —গেট-কীপার দামুর ঘাড়টা চেপে ধরল : 'পাগল নাকি?'

ভারী গোলমাল শুরু হল একটা।

কোন্‌ দিক থেকে সেই দুটো লোক এগিয়ে এল—সেই যারা সকালে ঘোড়া ধোয়াচ্ছিল। দামুকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল তারা।

'আরে এই তো সেই পাগলা! সকালে হাতি চাইতে এসেছিল?'

'পাগলা-পাগলা বোলো না বলে দিচ্ছি।'—দামু চেঁচিয়ে উঠল: 'উদিকে রাত্তিরে লোকে তাঁবুতে আগুন দিতে চাইছে, আর এরা—'

'হাতি ছেড়ে এবারে আগুন।'—লোকগুলো হা-হা করে হেসে উঠল: 'মাথায় একটা একটা খেলে ভালো! যা পাগলা—শিগগীর ভাগ এখান থেকে—'

'তোরা পাগল—তোরা ভাগ্। আমি ম্যানেজার বাবুকে বলবই। নইলে রাত্তিরে যদি আগুন ধরিয়ে দেয়—'

হা-হা-হা—হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল লোকগুলো।

'সরো—আমায় যেতে দাও বলছি'—বলে দামু এবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল গেট-কীপারের ওপর। আর তখুনি তিন-চারটে লোক সাপটে ধরল তাকে।

'এই পাগলটা তো দেখছি এখানে আর সার্কাস করতে দেবে না। আবার ষাঁড়ের মতো চ্যাচাচ্ছে দ্যাখো না! হাত-পা-মুখ বেঁধে ফ্যাল্ শক্ত করে।'

তাই হল। দামুকে তারা আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলল বস্তার মতো। গোঁ-গোঁ করতে লাগল দামু। সার্কাসের জিম্‌ন্যাস্টিক-করা জোয়ান লোক সব—তাদের সঙ্গে সে পারবে কী করে?

একজন বললে, 'চল—এটাকে ম্যানেজার সাহেবের তাঁবুতে ফেলে রেখে আসি। যা করবার তিনিই করবেন এখন।'

'কী আর করবেন—আচ্ছা করে ঠ্যাঙাবেন।'

'কিংবা থানায়-টানায় পাঠিয়ে দেবেন—যা খুশি।'

বলে তারা চ্যাং-দোলা করে দামুকে তুলে নিয়ে গেল।

তাঁবুর বাইরে গোলমাল একটু হচ্ছিল বটে, কিন্তু ভেতরে তখন জমাট খেলা, ক্ল্যাপ আর হাসির আওয়াজ—ম্যানেজার কিছুই টের পান নি। ঘণ্টা দেড়েক বাদে, খেলা শেষ হলে, ভেতরে এসে তিনি অবাক হয়ে গেলেন —'এটা কি রে? কোনো আজব জানোয়ার না কি?'

লোকেরা বললে, 'স্যার—ওটা পাগল।'

'মানে?'

'সকালে ক'দিনের জন্যে হাতি ধার চাইতে এসেছিল।'

'সেকি!'

'আর বলেন কেন, স্যার! আমরা তখন তাড়িয়ে দিলুম। আবার সন্ধ্যে বেলায় এসে ভারী হাঙ্গামা আর মারামারি বাধিয়ে দিলে—বলে, আপনার সঙ্গে দেখা করবে—কারা রাত্তিরে নাকি তাঁবুতে আগুন দেবে—হা-হা-হা!'

ম্যানেজার দামুকে একটা খোঁচা দিলেন, দামু সাড়া দিলে না।

'মুখটা খুলে দাও।'

খোলা হল—তবুও দামুর সাড়া নেই।

কাল সারা রাত জেগে পথ-চলা, আজ গোটা দিন না খাওয়া, ভয়ে দুঃখে ক্লান্তিতে দামু মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে কিছুতেই আর জাগানো গেল না।

ম্যানেজার বললেন, 'রাত্তিরটা থাক্ পড়ে। সকালে তাড়িয়ে দিস।'

কিন্তু তাঁবুতে আগুন। কেমন যেন বেয়াড়া কথাটা। বলুক পাগলে, তবু মনের ভেতরটা খচখচ করতে লাগল। একটু সাবধানে থাকলে ক্ষতি কী। তাতে তো পয়সা লাগে না।

বন্দুক নিয়ে জেগেই রইলেন ম্যানেজার। পাঁচ সাতজন লোককে রেখে দিলেন পাহারায়।

দামু একবার চোখ মেলল মাঝ রাতে।

বাইরে দারুণ হট্টগোল তখন। দুম দাম করে গোটা দুই বন্দুকের আওয়াজ। কেরোসিনের টিন শুদ্ধু ধরা পড়েছে কালু নস্কর আর তার সঙ্গী জোয়ান লোকটা। হেবোকে ধরা যায় নি, অন্ধকারে ছুটে পালিয়েছে সে।

কিন্তু খিদেয়, ক্লান্তিতে দামু তখন কিছু বুঝতে পারল না, ভাবতেও পারল না। একবারের জন্যে চারদিকে তাকালো, কোথায় আছে, কি ভাবে আছে, কিছু মনে করতেও পারল না। তারপরে আবার ঠিক মরণঘুমে দুই চোখ তার জড়িয়ে এল।

দামু চেঁচিয়ে বললে, 'আরে থামো—থামো—ই কী করছ!'

কিন্তু কে শোনে তার কথা! পুরো দশ মিনিট তাকে কাঁধে করে নাচলেন ম্যানেজার। নিজের নাচ শেষ হলে দামুকে তুলে দিলেন আর একজন পালোয়ানের হাতে—যে মাথায় একটা হেলমেট পরে তারের খাঁচার ভেতরে বনবনিয়ে মোটর সাইকেল চালায়। সে দামুকে পিঠে করে গোটা তাঁবুর ভেতরে শাঁই শাঁই করে তিন পাক ঘুরে এল। তারপর সে আবার দামুকে তুলে দিলে ভীমের মতো জোয়ানটার হাতে—যে বুকের ওপর হাতি চাপায়। সে লোকটা আবার দামুকে ধাঁই করে ছুঁড়ে দিলে! দামু—'বাবা গো—গিচি গিচি' করতে করতে টাঙানো একটা জালের ঝোলার মধ্যে পড়ল। একটুও লাগল না—চিৎ হয়ে তার ওপর শুয়ে দোল খেতে লাগল।

সার্কাসের ক্লাউনরা ডিগবাজি খেতে লাগল। আর সবাই মিলে হাততালি দিয়ে গান গাইতে লাগল: 'লা-লা-লা—ট্রা-লা-লা—'

ঝোলার মধ্যে আঁকু পাঁকু করতে করতে বললে, 'তোমরা ই কী করচ—অ্যাঁ?'

ঝোলা থেকে নামিয়ে এনে ম্যানেজার দামুর হাত ঝাঁকাতে লাগলেন: 'তুমি আমার সার্কাস বাঁচিয়েছ, লাখ টাকা বাঁচিয়েছ। তুমি সময় মত খবর না দিলে আগুন লেগে সর্বনাশ হয়ে যেত একেবারে। বলো মিষ্টার—কী করতে পারি তোমার জন্যে।'

খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল দামু। তখনো তার মাথা ঘুরছে।

ম্যানেজার বললে, 'তুমি খবর না দিলে ওরা ঠিক আগুন দিয়ে পালিয়ে যেত। পারেনি শুধু তোমার জন্যে—আমরা ওদের ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছি। আমার লোকজন না বুঝে তোমার ওপর খুব দুর্ব্যবহার করেছে, আমি সেজন্য ভারি লজ্জিত। বলো মিষ্টার—কী পুরস্কার তুমি চাও?'

এতক্ষণে দামুর মাথায় একটু একটু করে আক্কেল গজাতে লাগল। তা হলে এ সব হচ্ছে তারই অভ্যর্থনা—তারই জন্যে আনন্দ করছে সবাই! দামু বললে, 'সে সব কথা পরে হবে আগে কিছু খাওয়াও দি'নি। কাল থেকে পেটে কিচ্ছুটি পড়েনি, খিদেয় সব চোঁ-চোঁ করছে।'

'ও—এই কথা।'

ম্যানেজার তক্ষুনি গলা ফাটিয়ে হাঁক ছাড়ল: 'এই—কোন্ হ্যায়! রসগোল্লা লাও—চমচম লাও—গজা লাও—মোতিচুর লাও—সিঙাড়া লাও—কচুরি লাও—দহি লাও—দহিবড়া লাও—'

দামু যা খেল, সে দেখবার মতো। রসগোল্লা-চমচম-গজা-সিঙাড়া-দইবড়া-কিচ্ছুটি ফেলা গেল না। তার খাওয়া দেখে সার্কাসসুদ্ধু লোক থ! সবাই বললে, 'সাবাস খাইয়ে বলতে হয়তো একেই।'

খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে ম্যানেজার বললে, 'মিষ্টার—তুমি সার্কাসে চাকরি করবে?' শুনে দামু চটে গেল। কালকের কথা মনে পড়ে গেল তার।

'তোমার সার্কাসের খাঁচায় বুঝি আমায় বাঁদর সাজিয়ে বসিয়ে রাখবে?'

ম্যানেজার জিভ কেটে বললে, 'আরে রাম রাম, কে বলেছে সে কথা! তুমি বাঁদর সাজবে কেন? মধ্যে মধ্যে মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে এসে লাফালাফি করবে, আর—'

দামু গোঁজ হয়ে বললে, 'না—আমি সার্কাসে চাকরি করব না।'

'করবে না?'—ম্যানেজার দুঃখিত হয়ে বললে, 'অল রাইট। তবে আর কী করা যাবে। কিন্তু বলো—কী পুরস্কার—কত টাকা তোমার চাই?

দামু বললে, 'একটা টাকাও চাই নে। শুধু সাতদিনের জন্যে একটা হাতি ধার চাই আমার।'

শুধু হাতি ধার দেন নি ম্যানেজার, হাতি চালাবার লোক দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন হাতির খাই-খরচ। হাতির রোজকার খাওয়া তো চারটিখানি ব্যাপার নয়—সে এক এলাহি কাণ্ড! অন্ততঃ গোটা দশেক কলাগাছ আর সের তিরিশেক চাল তার চাই। গরিব মানুষ দামু সে সব জোটাবে কোথ্থেকে।

হাতি চড়ে বীরদর্পে দামু রওনা হয়ে গেল। পেছন থেকে হাততালি দিয়ে ম্যানেজার আর তার দলবল গান গাইতে লাগল। 'ট্রা-লালা-লা-লা-লা—'

দামু চলল—মাঠ-ঘাট পেরিয়ে—গ্রাম ছাড়িয়ে। যেতে যেতে এক জায়গায় দেখল সাইকেল থামিয়ে—তার হাতির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই দারোগাবাবু। দামু তাঁকে দেখে গান গেয়ে উঠল ঃ

'এখন করবে আমার কী
আমি হাতি পেয়েছি!'

দারোগা কিছুই করতে পারলেন না। কেবল ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে রইলেন।

হাতি চলল কলাগাছ খেতে খেতে—আরো অনেক গ্রাম-নদ-নদী-মাঠ-জঙ্গল পেরিয়ে। তারপরে এক জায়গায় একদল ছেলে-মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'হাতি-হাতি!' দামুর হাতি দেখেই তারা চ্যাঁচালো কি না কে জানে—কিন্তু ঘোঁৎ করে আওয়াজ তুলে একটা বেজায় মোটা লোক তক্ষুণি তাদের পেছনে তাড়া করল।

জগাই ঘোষ!

হাতির ওপরে বসে দামু দুলে দুলে বলতে লাগল ঃ

বনের হাতির পিঠে চড়ে—
মানুষ হাতি দৌড়ে মরে!

জগাই শুনতে পেল না। সে হা-রে-রে-রে করে বাচ্চাদের পেছনে পেছনে ছুটতেই লাগল।

ঠিক সেই সময় কলিম শেখ এক ঝাঁকা ট্যাড়শ নিয়ে বাজারে

বেরুচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল সামনে একটা বিরাট হাতি।

কিন্তু হাতিটাকে ভালো করে দেখবার আগেই তার কানে এল ঃ 'কলিম দাদা—ও কলিম দাদা!'

কলিম হাঁ হয়ে দেখল, হাতির উপরে দামু বসে।

'অ্যাঁ, তুমি!'

'আমিই তো।' সেই দামু। কত খাইয়েছিলে, কত আমার যত্ন করেছিলে—মনে আছে?'

'হাতি পেয়েছ তা হলে?'

'দেখতেই পাচ্ছ।'

ভীষণ খুশি হয়ে কলিম শেখ বললে, যে লোক ভালো হয়, আল্লাহ্ তার ভালো করেন। তা হাতি থামাও দাদা—দুটো কলামূলো খাইয়ে দিই।

'নিশ্চয়—নিশ্চয়। তোমার এখানেই তো হাতিকে বরণ করতে হবে আগে। তুমি ভরসা না দিলে তো আমি ডুবে যেতুম কলিম দাদা। তুমি কলামূলো খাওয়াবে আর নিবারণ ময়রাকে ডাকো—সে পাঁচ টাকার জিলিপি দিয়ে যাক—ভারী ট্যাশ-ট্যাশ তার কথা! ও মাহুত দাদা—হাতি থামাও।'

পঞ্চানন মুখুজ্জের বেয়াই ত্রিলোচন চক্রবর্তী তাঁর কাছারী বাড়িতে বসে চমকে উঠলেন। মস্ত একটা হাতি দেউড়ি পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

আশ্চর্য হয়ে বেরিয়ে এলেন ত্রিলোচন।

'কার হাতি? কোত্থেকে এল?'

পা ভেঙে হাতি বসে পড়ল তাঁর সামনে। আর হাতির ল্যাজ বেয়ে শড়াক করে নেমে এল দামু। ত্রিলোচনের পায়ে সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম করে বললে, 'রুণ্‌কুদিদিকে হাতি করে দাদুর বাড়ি নে' যাব দা-ঠাকুর।'



এখন আমায় করবে কি, আমি হাতি পেয়েছি

ত্রিলোচন একটা খাবি খেয়ে বললেন, 'অ্যাঁ।'

'দিদি কোথায়—তাকে ডাকুন।'

ত্রিলোচন আবার বললেন, 'অ্যাঁ।'

কিন্তু দিদিকে আর ডাকতে হল না। দোতলা থেকেই সে হাতি দিয়েছিল, হাতির পিঠে দামুকেও দেখেছিল। চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে, লাফাতে-লাফাতে সে ছুটে বেরিয়ে এল।

'আমার হাতি এসেছে—আমার হাতি এসেছে। দামুদা হাতি এনেছে—এবার আমি হাতি চেপে দাদুর বাড়ী যাব।'

তারপর ?

তারপর আর কী! হাতি চেপে রুণ্‌কু দাদুর বাড়ী গেল—কত আনন্দ, কত খাওয়া-দাওয়া হল, রামের মা রুণ্‌কুর জন্যে কত পিঠে, কত নাড়ু, কত মোয়া যে তৈরী করল! তার বেশীটাই অবিশ্যি গেল দামুর পেটে।

আর পঞ্চানন—দামুকে বুকে জড়িয়ে ধরে—কত চোখের জল ফেলে—কত যে আশীর্বাদ করলেন—সে আর কী বলব।

ওদিকে থানার সেপাই ছত্তেরি সিং ? হঠাৎ একদিন দশ টাকার একটা মনি অর্ডার এসেছিল তার নামে। তাতে লেখা : 'হাতি পেয়েছি, মিঠাই খেয়ো।' ছত্তেরি সিং ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না—কিন্তু মিঠাই খেলো পেট ভরেই।

দামু এখন আর গাঁয়ে থাকে না—সে থাকে কলকাতায়। সে আর তার পিসি রুণ্‌কু দিদির কলকাতার বাড়ীতেই রয়েছে। দামু দাদাকে ছাড়া রুণ্‌কুর এক মিনিটও চলে না—দামু তাকে এখনো হাতি পাওয়ার গল্প বলে—শুনে শুনেও রুণ্‌কুর কাছে তা পুরোনো হয় না।

দামু এখন কলকাতার লোক—অনেক চালাক চতুর হয়ে গেছে। এখন আর তার পাগড়ি নেই, সে লাঠিও না। তবু

তাকে দেখলেই তোমরা চিনতে পারবে। রোজ বেলা দশটার সময়—গড়িয়াহাটার মোড়ে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকে সে ইস্কুলে নিয়ে যায়। দু-চারদিন ওই সময়—মোড়টার কাছে দাঁড়ালেই তোমরা ওদের দেখতে পাবে। তখন ওকে জিজ্ঞেস কোরো ঃ 'তোমার নাম কি দামু?' ও গম্ভীর হবে বলবে ঃ 'আমার নাম সুদাম চন্দ্র মণ্ডল।'

'তোমার পাগড়ি কোথায় গেল ?'

'পাগড়ি আমি আর পরিনে।—দামু আরও গম্ভীর হয়ে বলবে ঃ 'গাঁয়ের লোকে পরে।'

'তোমার লাঠিগাছটা কোথায় ?'

'দিদিমণিদের বাড়িতে বন্দুক আছে। লাঠি আর লাগে না।'

'দামু, তুমি আমাদের হাতি চড়াতে পারো ?'

দামু আরো গম্ভীর হয়ে বলবে ঃ সে অনেক বেত্তান্ত। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমার কথা কইবার সময় নেই, দিদিমণির ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে।'

তখন এই হাতির গল্পটা যদি দামুর মুখ থেকেই শুনতে চাও, তা হলে ওর রুণ্‌কু দিদিমণির সঙ্গেই ভাব করে নিয়ো।

শেষ